সোনালি

খলিল মাহ্‌মুদ

ব্লগার সোনাবীজ; অথবা ধুলোবালিছাই

সোনালি

খলিল মাহ্‌মুদ

ব্লগার সোনাবীজ; অথবা ধুলোবালিছাই

ই-বুক

সোনালি
কবিতা
খলিল মাহ্‌মুদ

প্রথম প্রকাশঃ ই-বুক হিসাবে, ৩১ মার্চ ২০১৮

খলিল মাহ্‌মুদের বই

স্খলন, *উপন্যাস*, একুশে বইমেলা ২০০৩
অন্তরবাসিনী, *উপন্যাস*, একুশে বইমেলা ২০০৪
খ্যাতির লাগিয়া, *উপন্যাস*, একুশে বইমেলা ২০০৪
সুগন্ধি রুমাল, *ছোটোগল্প সংকলন*, একুশে বইমেলা ২০০৪
অন্বেষা, *কাব্যগ্রন্থ*, একুশে বইমেলা ২০০৫
আই-ফ্রেন্ড, *উপন্যাস*, একুশে বইমেলা ২০০৫
রীতু আরাশিগে, *অণু-উপন্যাস*, একুশে বইমেলা ২০০৬
নিঃসঙ্গ সময়ের সুখপাখি, *কাব্যগ্রন্থ*, একুশে বইমেলা ২০০৭
অসম্পর্কের ঋণ, *কাব্যগ্রন্থ*, একুশে বইমেলা ২০১৫
কালের চিহ্ন, *ছোটোগল্প সঙ্কলন*, একুশে বইমেলা ২০১৬

ই-বুক
আজগুবি ছড়া, *ছড়া*, ২৬ মার্চ ২০১৮
ক্ষণজন্মা অপাঙ্‌ক্তেয়রা, *কবিতা*, ২৮ মার্চ ২০১৮/০১ এপ্রিল ২০১৮
সোনাবীজ; অথবা ধুলোবালিছাই, *কবিতা*, ৩০ মার্চ ২০১৮/০১ এপ্রিল ২০১৮
অয়োময় সুপুরুষ, *কবিতা*, ৩১ মার্চ ২০১৮/০১ এপ্রিল ২০১৮
সোনালি, *কবিতা*, ০২ এপ্রিল ২০১৮/০৩ এপ্রিল ২০১৮

উৎসর্গ

তিলাবুবু

কবিতাক্রম

কবিতারা যেমন/৬
সময়, এক বয়সখেকো রাক্ষস/৮
বীক্ষণ; অনির্বাণ বোধ/৯
কবিতার মৃত্যু বা অমরত্ব/১০
আজ সকালে, এই ঘোরের ভেতর
আমি মরে যেতে চাই/১৩
আমি হারিয়ে যেতে ভালোবাসি/১৫
সোনালি/১৬
প্রতিটা গভীর নিশীথে যে নারী আমাকে ডাকেন/১৮
আজ তোমাকে এমন কোথাও নিয়ে যাব/১৯
কয়েকটা মেয়ে/২০
তিলাবুবু/২১
একটা বৃহৎ জীবনের নেশা/২২
বাঁচার জন্য প্রেম চাই/২৩
এমন একটা নারী/২৪
ফুলের হৃদয়, আপখির বাসা/২৬
আমার একটা বাগান ছিল/২৯
সুরের হৃদয় ফুঁড়ে উথলে ওঠে প্রেম/৩০
যমজ/৩২
যাদের দুঃখ আছে/৩৪
আমাকে উদ্দীপ্ত করে/৩৫
কবিতার রূপান্তর : রহস্যময়ী নারী/৩৭
মূলত অপ্সরা তুমি/৩৯
আমিই তোমার প্রেমের দেবতা/৪০
বাৎসল্যের ঋণ/৪১
তুমি ও প্রেম/৪৩
তোমার অন্তর্গত/৪৪
বুবুর কথা/৪৯
সান্ত্বনা/৫২
তিলাবুবুর কথা/৫৩
জীবনের ঋণ/৫৫
স্রষ্টা সমীপেষু/৫৬
সবার জন্য ভালোবাসা/ সবার জন্য শুভ কামনা/৫৮
মগজ-কামড়ানো শব্দেরা যখন কবিতার ভেতর/৫৯
যারা মানুষ নয়, এবং অমানুষ যারা/৬০
রোহিঙ্গা (গান)/৬২
দিশেহারা মেঘ (গান)/৬৩
একজন অসুয়াবতী, অহংকারই ছিল যার সম্পদ অথবা সৌন্দর্য/৬৪
মৃত্যু, এক অলঙ্ঘ্য অভিযাত্রা/৬৫
কবিতাঘর/৬৭
পাঠকের প্রতি/৬৮

কবিতারা যেমন

কবিতারা অনাদি ও অনন্ত; এদের সুনির্দিষ্ট শুরু বা সমাপ্তি নেই; এরা এমন, যাদের কোনো শিরোনামও প্রয়োজন পড়ে না; অথবা বলা যায়, একেকটা শব্দই একেকটা বাঙ্ময় শিরোনাম, অন্ধকারের আলোকবর্তিকা; একেকটা শব্দের গহিনে একেকটা বিশ্বকোষ, বা ব্রহ্মাণ্ড; যাঁরা শিরোনাম লেখেন, ভুল করেন আমার মতোই। বস্তুত কবিতাদের এমনই হবার কথা; কবিতারা স্মরণীয় বাণী।

কবিতারা অনাদি ও অনন্ত; এদের সুনির্দিষ্ট শুরু বা সমাপ্তি নেই; যে কোনোভাবে যে কোনো জায়গায় এরা শুরু হতে পারে; শেষও হতে পারে যে কোনো জায়গায়; এমনকি অকস্মাৎ। কবিতারা একটা ট্রেনের মতো; কবিতার একেকটা পঙ্‌ক্তি ট্রেনের একেকটা বগির মতো; একটা বগিকে যেমন ইচ্ছেমতো, যখন-তখন, যেখানে-সেখানে জুড়ে দেয়া যায় সুদীর্ঘ ট্রেনের সামনে-পেছনে, মাঝখানে, কবিতার পঙ্‌ক্তিগুলোকেও তেমনি বসাতে পারো– তোমার শেষ লাইনটা শুরুতে বসাও, শুরুরটা কিছু পরে, বাকিদেরও ভীষণ উলটে-পালটে ফেলো– দেখবে কবিতারা একটুও বদলায় নি, অর্থে ও অবয়বে। কবিতার শুরু কিংবা শেষ খোঁজো না; তেমনি তার অর্থ : যেসব অর্থহীনতা অহরহ অনর্থ মনে করো, তারও জেনো গভীর গূঢ়ার্থ কবির গাঁথুনিতে।

কবিতারা এমন যাদের কোনো রং থাকে না, অথচ কবিতার মতো বিশুদ্ধ রং আর কোথাও পাবে না তুমি। কোনো সুগন্ধিজাত নয় কবিতারা, অথচ কবিতার সুঘ্রাণ প্রেমিকার শরীরের চেয়েও তুমুল সুরভিমুখর। কবিতারা তীব্র কথা বলে। যেমতি ভূগর্ভে অতিশয় নিভৃতে ঘুমোয় বীজলাভা, কবিতার কন্দরে বিদ্রোহবারুদ সেমতে মূকময়।

বিষমাখা ঠোকর মারে যে, তাকে বলা হয় কাঁকড়া। তেমনি যে গাছ বড্ড ঝাঁকড়া হয় তাকে আমরা মানুষ বলি; আর যে মানুষের মন নেই তাকে বলি বিহঙ্গ। তুলনাগুলো মোটামুটি এমনই যদি হয়, দেখবে খুলে গেছে জগতের সকল বিস্ময়। এবং এসবের অর্থ খোঁজো না সতীর্থ কমরেড। কবিতারা এমনই চিরকাল। এককোষ কমলা কিংবা কাঁঠালে ভিন্নতর সুমিষ্ট স্বাদ, তেমনি আম্র এবং আনারে। তেঁতুল কিংবা কুলে; বাতাবি কিংবা নেবুতে; বিচিত্র অম্লস্বাদ।

তোমার সবগুলো কবিতার ছেঁটে ফেলো শিরোনাম। ট্রেনের বগির মতো পরস্পর বসাও। চরণগুলোও আরেকবার এলোমেলো সাজিয়ে নাও। কী অবাক দেখো,

তোমার সমগ্র কবিতা এক অখণ্ড সত্তায় দাঁড়িয়ে, অভিন্ন অর্থের ভেতর।

একজন কবি একজনমে অনেকগুলো কবিতাই লেখেন; কিন্তু বেঁচে থাকেন একটি-দুটো-স্বল্প ক'টি কবিতায়। বলা ভালো- একজনমে একজন কবি একটি কবিতাই লিখে থাকেন।

২৩ নভেম্বর ২০০৮

সময়, এক বয়সখেকো রাক্ষস

আমি যতবার পুরোনো দিনের সিনেমা দেখতে বসি—হার্টথ্রব ওয়াসিম, নায়করাজ রাজ্জাক—অমর সিরাজউদ্দৌলা আনোয়ার হোসেন, এমনকি তারুণ্যে যে এটিএম শামসুজ্জামানকে খুন করতে ইচ্ছে হতো—আর আমার স্বপ্নের অলিভিয়া, কবরী, ববিতারা—ততবারই আমার চোখ ভিজে ওঠে। হায় বয়স—বয়স সবাইকে গিলে খাচ্ছে ক্রমশ, ধীরে ধীরে—নিবিড় অলক্ষে।

যে মানুষগুলো চোখের সামনে প্রিয় হয়ে উঠলেন, খ্যাতির শিখরে উঠে অবশেষে মহামানব—তাঁরা বৃদ্ধ হলেন, কেউ কেউ নীরবে ঘুমিয়ে গেলেন মাটির শরণে।

আমার মনে পড়ে বুলবুল আহমেদের কথা।
আনোয়ার হোসেনের কথা।
জয়শ্রী কবীরের কথা।
হুমায়ূন আহমেদের কথা আমার মনে পড়ে।
আজম খানের কথা মনে পড়ে।
আমার চোখ ভিজে ওঠে। হায়, সময়ের গর্ভে মানুষ হারিয়ে যায়।

এই যে দেখছেন মধ্যগগনে তীব্র জাজ্বল্যমান শাকিব খানকে, যৌবনবতী মৌসুমী অথবা শাবনূর—ওরাও একদিন নায়করাজ রাজ্জাকের মতো থুত্থুরে হবেন, আনোয়ার হোসেনের মতো মৃত্যুপূর্বে বাকরুদ্ধ হয়ে যাবেন হয়ত-বা—অবশেষে অকস্মাৎ অসীম শূন্যের পথে মেলে দেবেন ডানা। যৌবনে ঝড়-তোলা রুনা লায়লারা যেভাবে বয়সের আধারে ধীরে ধীরে ডুবে যাচ্ছেন, আমার প্রিয়তমা গায়িকা সিঁথি সাহা'র কণ্ঠেও একদিন এই মাদকতা থাকবে না—যখন তিনি হারিয়ে ফেলবেন সুরের জৌলুস আর যৌবনের উন্মত্ততা।

সময় নিষ্ঠুর হন্তারক, এক বয়সখেকো রাক্ষস। এই রুপালি যৌবন আর সুরের ঝঙ্কার সবই সে গিলে খায়, কিছুই অবশিষ্ট না রেখে।

১১ অক্টোবর ২০১৩

বীক্ষণ; অনির্বাণ বোধ

একটা নিহত দিনের সবটুকু মায়া মাটির আধারে গেঁথে রেখে
ক্ষয়িষ্ণু স্মৃতির বুকে লুটিয়ে পড়ে দিশেহারা চোখ
ক্ষুব্ধবাক পিঁপড়ের রাশি চঞ্চলতা ভুলে গিয়ে খুবলে খায়
দুর্বৃত্ত ঘাস। একজোড়া সংসপ্তক কাক আচানক ডানা ভেঙে
মাটিতে ঝরে পড়ে; অদূরে খা-খা অন্ধকার

অনির্বাণ বোধের ভেতর জ্বলছে জীবন
চলো, জীবনকে খুঁড়ে দেখি-

তুমি এক বিশুদ্ধ বাগান; সারে সারে চারাগাছ; ডালে ডালে কিশলয়,
আমৃত্যু অফুরন্ত ঘ্রাণ।

এ জীবন তুচ্ছ, অর্থহীন নয়
ঘা খেয়ে মুষড়ে যাবার নয়
জীবনকে খুঁড়ে দেখি, চলো-
গভীরে অমোঘ রত্ন, এ জীবন হেলায় হারাবার নয়
খুড়িয়ে খুড়িয়ে হাঁটতে এ জীবন নয়
গহিন দহনে বিজয় চমকায়

চলো, জীবনকে খুঁড়ে দেখি-

হেসে ওঠে সুবর্ণ বিকেল পিঠে রেখে দুপুরের সুখ
দূরের আকাশ উড়ে যায়, পালকে একগুচ্ছ হলুদাভ মেঘ
বাতাস বিদীর্ণ করে জরাজীর্ণ ধুলোর শরীর। একঝাঁক মৌমাছি
ঘুম ভুলে উল্লাসে ফেটে পড়ে। ঝিমখাওয়া সময়কে খাবলে খেতে খেতে
সতেজ ঘাসের মতো লকলকে চোখে থরে থরে জেগে ওঠে বিশুদ্ধ জিগীষা

চলো, খুঁড়ে দেখি—জীবন এখানেই; এখানেই সব রং, রূপ ও নির্যাস—
এ জীবন তোমারই।

১৩ মার্চ ২০১৪

কবিতার মৃত্যু বা অমরত্ব

কবিতারা ফ্যান্টাসি—কাল্পনিক সুরম্য ভুবন।

একটা সমুদ্র হঠাৎই পাখি হয়ে আকাশে উড়ে গেল,
মেঘের বুক ছিঁড়ে গজিয়ে ওঠে অজস্র চারাগাছ।
একটা পাহাড় নদী হয়ে শূন্যে বিলীন, একটা নদী রমণীয় হাত বাড়িয়ে
প্রেমিকা হয়ে ওঠে। উড়ন্ত রোদ থেকে ঝাঁকে ঝাঁকে
বেরিয়ে পড়ে পাখির শাবক, বৃষ্টিতে ঝরে পড়ে থোকা থোকা সুখ
এবং অমরাবতীর ফুল। কবিতারা ফ্যান্টাসি—কাল্পনিক সুরম্য ভুবন।
অথচ কবিতারা ফ্যান্টাসি নয়। কবিতারা রিয়েলিটি।

শব্দেরা চিত্রকল্প—এসব বাহাস বাতুলতা।
শব্দেরা একটা যুদ্ধ।
শব্দেরা বোমারু বিমান—মুহুর্মুহু বজ্রবর্ষণ।
শব্দেরা গোলন্দাজ শেল—বিকট শব্দে বিস্ফোরণ, তুমি বিধ্বস্ত।
শব্দেরা দমকা বাতাস—বুকের উপর সজোরে ধাক্কা দেবে, পাঁজর ভেঙে
ফানা ফানা করে ফেলবে হৃৎপিণ্ড।
শব্দেরা সুবিপুল ভাব।
শব্দেরা সুগভীর সিন্ধু।
শব্দেরা আপনআপনিই আসবে,
তোমার পঙ্‌ক্তিতে বেছে নেবে যে যার অবস্থান।
শব্দদের জোর করে চাপিয়ে দিও না—তখন এরা অপাঙ্‌ক্তেয়;
কিছুদিন বাদে এরা ঝরে যাবে, মরে যাবে—
তোমার কবিতা অবশ্য তার অনেক আগেই মৃত এক ফসিল।

কবিতারা ফ্যান্টাসি নয়, কবিতারা জীবন।
তুমি আর আমি রক্তমাংসে কবিতার ভেতর।

কবিতারা শব্দের খেলা, অথবা হৃদয়গ্রাহিতা।
শব্দের খেলা অনেক ক্ষেত্রেই হয়ে ওঠে আরোপিত ও বর্জ্যবহ; কৃত্রিম শব্দেরা
কবিতাকে খেয়ে ফেলে; কবিতা তখন শব্দসার একটা কঙ্কাল

কবিতারা শব্দসংকেত নয়, কিংবা ধাঁধা,

যেমন ছুরিবৃক্ষনাভি, ভাতভূশণ্ডিভৃগু- কী এর অর্থ জানি না।
অদ্ভুত কিংবা উদ্ভট, এমনকি অনির্বচনীয় কিছু শব্দকেও পাশাপাশি সাজালে
বড্ড অসংলগ্নভাবে—অগাকান্ত বাগডাসা অচ্ছুৎ কামুক পেয়ারা—মনে করো,
পাঠকের ঘাম ঝরানো কবিদের মহৎ কোনো কাজ নয়।
প্রতিটা শব্দকে অতটা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে, খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে
পরখ করতে যেয়ো না, ওরা পালাবে
কবিতা হয়ে উঠতে পারে অমসৃণ কাঠের মতো রুক্ষ ও রসকষহীন—
তুমি নিজেই তখন কবিতাকে খেয়ে ফেলবে;
একটা ভালো কবিতায়, যখন তুমি ঘোরের ভেতর, শব্দেরা
অনর্গল ছুটে আসবে সারে সারে, দল বেঁধে
পঙ্‌ক্তিতে পঙ্‌ক্তিতে বেছে নেবে যে যার অবস্থান।

স্বভাব কবিরা শব্দের খেলায় পারদর্শী নন;
হৃদয় ফুঁড়ে তাঁদের কবিতা উদ্গাত হয়।
এ কবিতা তোমাকে জীবনের সাথে একাত্ম করে।
কোনো কোনো কবি শব্দের খেলা পছন্দ করেন,
তেমন কিছু পাঠকও রয়েছেন।

জীবনের বোধন সবচেয়ে বেশি ব্যক্ত হয় সরলরৈখিক কবিতায়। এ কবিতা মুহূর্তে পাঠককে নাড়িয়ে দেয়, আলোড়িত করে। পৃথিবীর সেরা কবিতাগুলো সরলরৈখিক। এ কবিতার পাঠক সর্বাধিক। পাঠক এ কবিতা খুঁড়ে জীবনের স্বাদ পান। জীবন এখানে অতিশয় প্রাণবন্ত।

যুগে যুগে দু-একজন কবি কবিতা শাসন করেন;
কালের গর্ভে কবিরা হারিয়ে যান, কেউ কেউ খুব দ্রুত।
মহাকাল কয়েকজনকে মনে রাখে।
কোনো কোনো মৃত কবি সহসা জেগে ওঠেন—কখনো কবিতার গুণে,
কখনো-বা যুগের হুজুগে।

মাইকেল মধুসূদন শব্দকে নিয়ে সবচেয়ে বেশি খেলেছেন 'মেঘনাদবধ'-এ। ওগুলো আজকের কবিতায় বড্ড বেমানান, উত্তর-প্রজন্মে খুব হাস্যকর হয়ে উঠবে না সেগুলো, বুকে টোকা দিয়ে কে এ নিশ্চয়তা দেবে! এই কিছুদিন আগেও রবীন্দ্র-নজরুল ছিলেন মাঝ গগনের দীপ্যমান সূর্য, তেমনি জসীমউদ্‌দীন ও সুকান্ত। দশম শ্রেণিতে প্রতিভা ম্যাডাম প্রথম শোনালেন 'রূপসী বাংলা'র এক আশ্চর্য

কবির কথা; একাদশ-দ্বাদশ, কী স্নাতকেও তাঁর কোনো কবিতা আমরা পড়ি নি, অথচ, তিনি যেন হঠাৎ ধুমকেতুর মতো মর্ত্যে নেমে এলেন—সমগ্র বাংলায় এখন এক অদ্বিতীয় নাম—জীবনানন্দ দাশ। রবির তেজও ক্রমশ ম্রিয়মান—কেউ কেউ বলেন—'অমৌলিক' তিনি। জীবনবাবুর অনেক কবিতা পাঠকপ্রিয় হয়েছে, বার বার সে-গুলো ঘুরে-ফিরে সামনে দাঁড়ায়; বাকিগুলো তাঁর জীবদ্দশার মতো মৃতবৎ কোথায় পড়ে আছে, আমরা অনেকেই জানি না। যুগের হুজুগ কি কেটে যাবে, আবারও কি তিনি হারিয়ে যাবেন, অকস্মাৎ?

শব্দের খেলা বা সাময়িক হুজুগ কিছুদিন ম্যাজিকের মতো কাজ করে।
শতাব্দীর দাপুটে কবিদের নাম আমরা ভুলে গেছি।
নেশা কেটে গেলে নজরুল আর শামসুর রাহমান, এবং আমার নীল লোহিত
অনাগত অনেক অনেক দিন ধরে আমাদের কবিতা শেখাবেন—
এতটা সরলরৈখিক, এতটা হৃদয়গ্রাহী ও জীবন-নিংড়ানো কবিতা
তাঁদের মতো তামাম বাংলায় আর কে লিখেছেন?

২৭ মার্চ ২০১৪

আজ সকালে, এই ঘোরের ভেতর আমি মরে যেতে চাই

কোনো কোনো সকালে ম্যাজিক থাকে,
চারদিক কেন এত ভালো লাগে জানি না। একদঙ্গল ঢেউ
উথলে ওঠে বুক থেকে। বিপুল চাঙ্গা একটা বাতাসের ঝাপটা
সুড়সুড় ঢুকে পড়ে নাকের গভীরে
অদ্ভুত একটা গন্ধ পৃথিবী জুড়ে ছাপিয়ে ওঠে, শৈশবে মায়ের বুকে
মুখ গুঁজে যে-স্বাদ পেয়েছিলাম, মনে হয়,
মোহন অদৃশ্যে কোথাও মা তার বিছানা বিছিয়ে বসে আছেন
স্মিতহাস্যে। আমার কী যে ভালো লাগে, সংজ্ঞাতীত সেই ভালো লাগা

আজ আমার সবকিছু ভালো লাগে
সবকিছু সাংঘাতিক সুন্দর
সবগুলো মানুষের মুখ স্বর্গীয় নির্মল। যেদিকে তাকাই,
পবিত্র শুভ্রের ফুল হাস্যমুখর। আজকের দিনটা ভয়ানক সুন্দর
অসহ্য যন্ত্রণার মতো অগুনতি সুখে আজ আমার
বুক ভরে আছে। আজ আমি প্রাণ ভরে ভালোবাসি
আজ আমার খুলে গেছে দরাজ হৃদয়
আজ আমি প্রাণ ভরে ভালোবাসি

এমন অবাধ্য সুখের ভেতর আজ আমার মরে যেতে সাধ হয়
এমন সুখের মুহূর্ত জীবনে বার বার আসে না। এখন আমি ঘোরের ভেতর
একটু পরই, কে জানে, হয়ত-বা আমার ঘোর কেটে যাবে
বাইরে অজস্র বিস্ফোরণ, মৃতের আহাজারি
স্বাভাবিক মৃত্যুর লিপ্সায় কী বিপুল আকুলতা মানুষের!
ক্ষমতার কাছে মানুষ অসহায়! মসনদের মোহে পুড়ে যায় সোনার বাংলা,
দলে দলে লাশ হয় মানুষ। ক্ষমতাবানদের টনক নড়ে না
ক্ষমতার জন্যে তো মানুষই মরবে। তা না হলে
কীভাবে হবে ক্ষমতার জয়! স্থির লক্ষ্যে অবিচল থেকে এভাবেই
তাঁরা মানুষের লাশ গোনেন, আর
নিজ নিজ জিদ ও অহমিকায় সুদৃঢ় সতেজ হন তাঁরা

আজ আমি মরে গেলেই ভালো
একটা স্বাভাবিক মৃত্যুর গ্যারান্টি কে দেবে আমাকে? ঘর থেকে

পা ফেলে বাইরে বেরোবো? একটা দানব যানের চাকায়
নিমেষে পিষ্ট হব না, অজানা অচেনা কয়েকজন গুপ্তঘাতক আমাকে চোখ বেঁধে
চির অন্ধকারে গায়েব করে দেবে না, একটা ফাঁকা গুলি বুক ছিদ্র করে
আমাকে ভূপাতিত করবে না, জ্বলন্ত বাসের ভেতর পুড়ে কয়লা হব না-
এমন সুস্থ নিপাট জীবন কোথায়, কে দেবে আমাকে?

আমি আজই মরে যেতে চাই
আজ মরে গেলেই আমি সুখী। এই যে যেখানে আমি
দাঁড়িয়ে আছি, একগুচ্ছ মনোরম ফুলের পাশে, এখানে
মরে যাওয়ার মতো এমন নিরাপদ মৃত্যু কার ভাগ্যে জোটে!

৮ ফেব্রুয়ারি ২০১৫

আমি হারিয়ে যেতে ভালোবাসি

যেমন তুমি ভুলে যেতে ভালোবাসো,
আমিও তেমনি হারিয়ে যেতে ভালোবাসি।
যেমন করে সারাটা দিন কাউকে না ভেবে কাটিয়ে দিতে পারো
তেমনি আমিও গভীর অরণ্যে ডুবে যেতে পারি।
তুমি এক স্বচ্ছন্দ পাখি, কতদূর উড়ে যাও অজস্র সঙ্গীর সাথে
দু চোখে বিস্তৃত আকাশ, অনাবিল ঢেউ
পেছনে কেউ ছিল, ভুলে যাও অনায়াসে

একফোঁটা বৃষ্টিও ঝরবে না, একটা পাতাও কাঁদবে না
ফেলে যাওয়া পায়ের ছাপগুলো দুঃখে হিম হবে না
তুমিও যেমন ছিলে তেমনি হেসেখেলে, গানে গানে
মাতাল করবে রাত, সবান্ধব আড্ডায়
দার্জিলিঙের পাহাড় ভেঙে স্কাইলাইনে তুমি
পৃথিবীর সবকিছু স্বাভাবিক নিয়মেই চলবে
কারো কোনো ক্ষতি নেই, কারো এককণা কষ্ট হবে না
আমি যদি হারিয়ে যাই

জানি না, কী তোমার হাসিতে ছিল, কী তোমার প্রেমে
কী তুমি দিয়েছিলে তোমার অজান্তে, জানি না
জানি না, তোমাকে ছেড়ে যেতে বুকের তন্তুগুলোয় কেন
এত টনটনে ব্যথা। যেহেতু তুমি ভুলে থাকতে ভালোবাসো
আমিও তেমনি হারিয়ে যেতে ভালোবাসি

আমাকে কেউ খুঁজবে না, জানি।
তবু অযথাই বলে যাই, হঠাৎ ভুল করে মনে পড়লে বুঝে নিও
সুনিশ্চিত, আমি হারিয়ে গেছি।

৬ এপ্রিল ২০১৫

সোনালি

সোনালি বলেছিল, আমাদের বাসর হবে
আড়িয়াল বিলের মাঝখানে ডিঙ্গি নৌকোর ছাদখোলা পাটাতনে
শরতের কোনো পূর্ণিমায়
শাদা-কালো মেঘগুলো বার বার জোসনা ঢেকে দেবে;
দক্ষিণের কালিগাঁও থেকে উড়ে আসা বাতাসে
উজানে ভেসে যাবে আমাদের ডিঙ্গিখানি- আড়িয়াল বিলের
সমগ্র বুক জুড়ে থোকা থোকা শাপলারা দুলে দুলে আমাদের
অভিবাদন জানাবে।
সোনালি বলেছিল, আমরা একটানা অনেক-অনেকদিন
আকাশে-বাতাসে-পাহাড়ে
উড়বো, আর প্রেম করবো। তারপর
আশ্বিনে চকের পানি নেমে গেলে গাংকুলায় আমন ক্ষেতের
পাড় ধরে বহুদূর হেঁটে হেঁটে
ধানের গন্ধ আর সোনারং শরীরে মাখবো।

বিরান সর্ষেক্ষেতের দিকে তাকিয়ে সোনালি বলতো, দেখো,
কী অদ্ভুত সমুদ্র! সাধ হয় ডুবে মরি। তারপর সত্যিই সে
সমুদ্রে ঝাঁপ দিত। দিগম্বর সর্ষেসমুদ্র পেরিয়ে, কালাই,
মটর, ডগাতোলা দূর্বা মাড়িয়ে একনিশ্বাসে ছুটে চলতো সোনালি।
তারপর বিপুল সায়াহ্নে ছোলাপোড়ানো একদঙ্গল
ছেলেমেয়ের ভিড়ে আমরা মিশে যেতাম।

সোনালি বলেছিল, আমরা একরাতে জয়পাড়া সিনেমা হলে
'সাতভাই চম্পা' দেখবো; ফিরতিপথে দোহারপুরীর
নিকষ আঁধারে ডানা-ঝাপটে-উড়ে-যাওয়া প্যাঁচাদের ভয়ে
একটুও চমকাবো না।

ভাদ্রের শেষে আড়িয়াল বিলের নৌকাবাইচ, নূরুল্লাপুর
শানাল ফকিরের ধামাইল, গালিমপুর সিদ্ধী পীরের ওরস
আর নূরপুরের মাঠে চৈত্র সংক্রান্তির মেলা- সোনালি বলেছিল,
আমরা বহুদিন এসব ঘুরবো, আর গাছের বাঁকলে
এঁকে দেব প্রেমের স্বাক্ষর।

আজও সোনালি ছুটছে, অতীত থেকে বর্তমানে; অথবা
ভবিষ্যত গিলে খেয়ে কালের প্রান্তরে, যার নাম ইতিহাস।
আমি আড়িয়াল বিলে ছুটে যাই, গাংকুলায় ছুটে যাই,
আমাদের সর্ষে-মটর-মাষকালাই-মাড়ানো ক্ষেতের আলে গিয়ে
দাঁড়াই- সোনালির সাধগুলো বিধূর কান্নায় পায়ে পায়ে হাঁটে-
আমাদের ছোলাপোড়ানো দিনগুলো হারিয়ে গেছে,
সর্ষের সমুদ্র মরে গেছে, মটরশুঁটির দানাগুলো
আমাদের দাদিমার ঘরে এখন একগুচ্ছ স্মৃতির ফসিল।

২৯ আগস্ট ২০১৫

প্রতিটা গভীর নিশীথে যে নারী আমাকে ডাকেন

প্রতিটা গভীর রাতে, যখন অতলান্ত নিদ্রায় ডুবে গেছি-
বহূদূর আসমান থেকে
ভেসে আসা সুরের মতো বেজে ওঠে এক মহীয়সী কণ্ঠ : 'জাগো'।
আধো নিমীলিত চোখে ঘুমের জড়তা; আঁধারের ছায়ায়
কেউ কি বসে পড়লো নরম শিথানে?
'জাগো! জাগবে না?' সুরেলাকণ্ঠী আবারও বলে ওঠেন।
আমি আড়মোড়া ভেঙে চারপাশ দেখি।
কেউ নেই। খা-খা অন্ধকার।
'ভুলে গেছো?' অন্ধকারের গহ্বর ফুঁড়ে সেই স্বর জেগে ওঠে।
'কে আপনি? বলুন তো কোথা থেকে বলছেন? কে আপনি,
এ নিশুতি দুপুরে?'
মহীয়সী শব্দ করে হাসেন। বলেন, 'আমাকে চিনলে না?
খুব ভুলোমনা তুমি।'
'নাহ! কোনোদিন দেখি নি। এ কণ্ঠও বড্ড অচেনা। কে আপনি?'
'আমাকে তুমি চেনো। দূরবর্তিনী, অথচ আমিই তোমার ছায়া।'
'আজগুবি কথা রাখুন। আপনি কেউ নন। স্বপ্ন। একটা
স্বপ্নের ভেতর প্রতিদিন আমাকে ত্যক্ত করছেন আপনি।'
'হাহাহা। স্বপ্ন নই, আমিই ধ্রুব।'
'আপনি যান। বিরক্ত হচ্ছি খুব। ঘুমোতে দিন।'
'আচ্ছা যাই। ঘুমোও। গোধূলির হাওয়ায় আঁচল উড়িয়ে প্রতিদিন
তোমাকে দেখি- আমাকে ভুলো না প্রিয়; দিনের একভাগে
একবার হলেও আমার কথাটি ভেবো। আমি সোনালি।
তোমার অলজ্ঘ্য প্রেমিকা। আমি মৃত্যু।'

৩১ আগস্ট ২০১৫

আজ তোমাকে এমন কোথাও নিয়ে যাব

আজ তোমাকে এমন কোথাও নিয়ে যাব যেখানে কেউ নেই
এ এক নির্জন রঙ্গশালা, যেখানে যাচ্ছেতাই করা যায়
কড়া পাহারা, কারো চোখরাঙানি, নিয়ম-শৃঙ্খল নেই,
নেই কোনো নিষেধাজ্ঞা
যা খুশি ভাবতে পারায় কোনো পাপ নেই
বসন-ভূষণ খুলে ফেলে নাঙা শরীরে লজ্জা পাবে না তুমি
কোনো বাধা নেই - যেমন, যেভাবে সাধ তেমনই খেলতে পারো

এ হলো এক নিরালা বাগান।
তোমার হাতে এমনই এক জাদুর কাঠি-
এক ফুঁ-য়ে একটা গোলাপ, অথবা
একটা সাপ বানিয়ে ফেলতে পারো

আজ তোমাকে এমন কোথাও নিয়ে যাব, যেখানে তুমি ছাড়া
আর কেউ নেই
স্বাধীন সার্বভৌম এ এক অদ্ভুত ভুবন - তোমার মধ্যে তুমি।
তোমার ভিড়ে তুমি আর তোমার ছায়া।
প্রকৃত 'তোমাকে' একমাত্র সেখানেই খুঁজে পাবে।

২ সেপ্টেম্বর ২০১৫

কয়েকটা মেয়ে

কয়েকটা মেয়ে - তিনটা, পাঁচটা, সাতটা,
কিংবা আরো বেশি। ওরা সখী; একসাথে ঘোরে,
পুকুরঘাটে যায়, সাঁতরায়, কলশিতে জল আনে
বিকেলে ঘন হয়ে বসে ঘরের দাওয়ায়
কিংবা মাদুর বিছিয়ে উঠোনে
নীচুস্বরে গল্প করে, অজানা রাজ্যের সিপাহসালার,
রাজপুত্ররা মূর্ত হয়ে ওঠে ওদের গল্পে।
কখনো-বা খিলখিল করে হেসে ওঠে ওরা, কী জানি কী রহস্যে
ওরা কুচি দিয়ে শাড়ি পরে; খোঁপায় বাঁধে রজনিগন্ধা বা বেলিফুল
ওরা আকাশের দিকে তাকায়,
অমনি শাদা আকাশে জমে ওঠে থোকা থোকা মেঘ
ওরা স্নিগ্ধ কবিতার মতো সুগন্ধি ছড়ায়
রাত হয়, জোছনায় ডুবে যায় সমগ্র আঁধার
মেয়েগুলো তখন পরী হয়ে যায়, ওরা সার বেঁধে নৃত্য করে
আর মূর্ছনায় দুলতে থাকে পৃথিবীর হৃদয়।

২২ জুন ২০১৬

তিলাবুবু

তুমি কাছে এলে ভালো থাকি আমি
যতখানি ভালো থাকা যায়
এই পৃথিবীর সবটুকু মায়া
শুষে নিয়ে তুমি
আমার কপোলে প্রেম দাও

কী যে ভালো লাগে
কী যে ভালো লাগে তোমার চুলের সুগন্ধি
কতটা জীবন পার করে দিই
বহতা নদীর সীমান্তে

জানি না আমার কী হয় তখন
কেন সবকিছু এত ভালো লাগে
তোমার হাসির আলতো ছোঁয়ায়
হঠাৎ এ জীবন জেগে ওঠে

তুমি এসেছিলে হঠাৎ করেই
বিরাণ গ্রীষ্মে বৃষ্টি নিয়ে
জানি না আমার কী হয়েছিল
হঠাৎ জীবন উঠলো জেগে

তুমি চলে গেছো সাথে নিয়ে গেছো
সকল আলো, সবখানি প্রেম
তুমি না থাকলে আমিও থাকি না
জ্বলেপুড়ে হই বিনিঃশেষ

উৎসর্গ : চাঁদের মেয়ে।

১২ অক্টোবর ২০১৬

একটা বৃহৎ জীবনের নেশা

এমন সময়ে তুমি আসবে,
যখন বিভোর বসন্ত অঘোরে লাল-নীল-হলুদ ছড়াবে;
তখন নবীন কিশলয়ের মতো গজিয়ে উঠবে প্রেম। পৃথিবীর চোখ
তৃষ্ণায় ছানাবড়া হবে, মানুষে মানুষে অদ্ভুত সম্মিলন।

কখনো কখনো এত বেশি ভালো লাগে, মনে হয়
বড় স্বল্পায়ু এ জীবন। হায়, এ জীবন অফুরন্ত হলো না কেন?
কেন এ জীবন ক্ষুদ্রকাল পর
শেষ হয়ে যাবে? কেন চলে যেতে হবে অন্তহীন অন্যজীবনে?
শৈশবের মায়ের দোল, কৈশোরের আড়িয়াল বিল, অজস্র মানুষের
প্রিয়মুখ- এসব পেছনে রেখে, হায়, আমি কীভাবে কাটাবো
সেই অনন্ত মহাকাল?

সুদূর ওপারে তোমার বাস! কতকাল পর আসবে, চোখভরা
ক্ষুধা ও আকুতি!
আমার জন্য কত কী উপহারে ভরপুর তুমি!
আমি তো কিছুই চাই না। আমি চাই বছরের বার মাস বসন্ত আর
প্রেমের অসুখ। আমি আর কিছুই চাই না। তোমার হৃৎপিণ্ডে হাত রেখে,
এই সুন্দর পৃথিবীর অপূর্ব নীলিমায় চোখ রেখে
একটা বৃহৎ জীবন বেঁচে থাকতে চাই।

তারপর নিয়তির অলঙ্ঘ্য বিধানে ফিরে তো যাবই
অনন্ত অন্যজীবনে। আমি সেই অন্যজীবনে
প্রতিদিন সুন্দর ভোর চাই পৃথিবীর মতো- আরো চাই
মায়ের হাসিমুখ, আমার আড়িয়াল বিল, জন্মভূমি ডাইয়ারকুম গ্রাম-
প্রাণপ্রিয় মানুষের, স্বজন-শুভানুধ্যায়ীর সরল সান্নিধ্য,
নিত্য-সহচর বাল্যের সাথিরা, পদ্মাপাড় খেলাঘর
যেখানে তোমার নিশ্বাস ছুঁয়ে যাবে আমার নিশ্বাস নিরন্তর।

২১ অক্টোবর ২০১৬

বাঁচার জন্য প্রেম চাই

বাঁচার জন্য যৎসামান্য প্রেম চাই
এই জীবনে প্রেম না পেলে
পাহাড় থেকে গড়িয়ে পড়ে
নদীর জলে ডুবে মরাই ভালো।

আমায় তুমি প্রেম দেবে কি, নারী?

আহারনিদ্রা - এসব ছেড়ে
দুইটি জীবন যেতেই পারে বয়ে।
প্রেম না পেলে সেই জীবনের অর্থ থাকে?
এই জীবনে প্রেম আসে নি
জীবনটা এক মরা গাছের মতো।

এক জীবনের আয়ু কত ক্ষুদ্র দেখো-
প্রেমের জন্য হাহাকারে পার হয়ে যায়
একটা জীবন।
কোথাও তবু প্রেম মেলে না, আহা।
কে কতদিন বাঁচবে তা কেউ জানে?
আমার জীবন বন্দি এখন
তোমার প্রেমের কাছে।
আমায় কবে প্রেম দেবে, হে নারী?

সামনে মাসে পূজোর ছুটি হলে
চলো আমরা ঘুরে আসি
আগলা বাজার সিদ্ধী পীরের ওরস, এবং
ইছামতি, পদ্মা নদী এবং
আড়িয়ালে ডাহুক এবং পানকৌড়ির মেলা।
আমায় তখন প্রেম দেবে না,
প্রেমের দেবী জলকুমারী তিলোত্তমা মেয়ে?

২৪ অক্টোবার ২০১৬
উৎসর্গ : যে আমাকে ভালোবাসে নি

এমন একটি নারী

হয়ত তুমি জানো, কিংবা
ঘূণাক্ষরেও জানো না
তোমার ভেতর সঙ্গোপনে
কাঁদছে বসে একজনা

অনেকদূরের স্বপ্নালোকে
জলের দেশে পরীর দেশে
অমরাবতীর সোনার মেয়ে
তারার আলোয় বেড়ায় ভেসে

সেই মেয়েটি বর্ষা শরৎ
হেমন্ত বা শীত বসন্ত যেন
সেই মেয়েটির নেই উপমা
তার উপমা অরূপরতন হেম

যখন তুমি ঘুমের ভেতর
কিংবা গভীর ধ্যানের ভেতর কাঁদো
বুকের ভেতর আগলে রেখে
দগদগে এক ক্ষত,
সেই মেয়েটি তোমার ভেতর
বীজ বুনে যায় বৃষ্টিদানার মতো।

খুব সহজে সেই মেয়েটির
সামনে দাঁড়াও তুমি
আগুনজ্বালা উপশমের
সে এক চারণভূমি।

এমন একটি গোপন নারী
যে কারোরই থাকতে পারে
সারাদিনের শ্রান্তি শেষে
যার সমীপে আসবে তুমি ফিরে।

সেই মেয়েটি অতিগোপন
সঞ্জীবনী সুধা
অন্ধকারে ঘোর সমুদ্রে
আলোকবর্তিকা।

আলোর পথে যাচ্ছ উড়ে
হে অদৃশ্য পাখি
বুকের ভেতর ঝুলছে তোমার
প্রেমচন্দন রাখী

বুকের পাশে শুয়ে তুমি
বুকেই তোমার বাস
তোমায় তবু যায় না ছোঁয়া
যায় না রাখা হাত

হাত বাড়ালে যাও ফুরিয়ে
বাতাসে যাও মিশে
হাওয়ায় তোমার গন্ধ ভাসে
নিমিষে নিমিষে।

২৫ নভেম্বর ২০১৬

ফুলের হৃদয়, পাখির বাসা

তোমাদের ছেড়ে চলে এসেছি
তার মানে এই নয় তোমাদের কথা আমাকে ভুলে যেতে হবে
চলে গেলেও কিছু স্মৃতি সাথেই রয়ে যায়, তোমরা জানো
ভুলে গেলেও সবকিছু মুছে ফেলা যায় না, তোমরা দেখেছ
তোমাদের ছেড়ে চলে এসেছি, তোমাদের আঙিনায়
বুনে এসেছি রাশি রাশি আলোবীজ, অজস্র বৃক্ষব্যোধি, যত্ন নিও

তোমরা হয়ত দেখো নি, অথবা কখনো টের পাও নি
এখনো সকাল গড়িয়ে দুপুর, এরপর বিকেলের নরম রোদে
ঘাসের সবুজে উদাত্ত কদম ফেলে উন্মুক্ত ময়দানের মাঝখানে গিয়ে
কে একজন দাঁড়ান
দক্ষিণ সরণির ধার ধরে পশ্চিম, উত্তর ও পুবের ভবনের
প্রতিটি বারান্দায়, প্রতিটি ঘুলিঘুপচি পেরিয়ে তাঁর দৃষ্টি অবিরল পাখির চোখে
উড়ে যেতে থাকে, যেখানে একদঙ্গল দুষ্টু বালিকা
শ্রেণিশিক্ষকের চোখ ফাঁকি দিয়ে ক্লাসের বাইরে এসে গলাগলি ধরে ভীষণ
আমোদে নাচানাচি করে।

কলেজপালানো উন্মাদগুলো কি এখনো পালায়? রেলিঙ ডিঙিয়ে
ঝাঁপ দেয়? আবাহনির মাঠে গিয়ে দিনভর
ক্রিকেটের খেপ খেলে? সমগ্র পিলখানা তন্ন তন্ন করে ওদের খুঁজে
বেড়াতেন নূর হোসেন স্যার; প্রথমে ভাইস প্রিন্সিপাল,
এরপর আমার সামনে এনে দাঁড় করালেই ওরা ফিক করে হেসে উঠতো।
বলেছিলাম, এ বছর যে ছেলেটি সবচে বেশি কলেজ পালাবে, আমি তাকে
এক অমূল্য পুরস্কার দেব। ব্রিলিয়ান্ট ছেলেরাই কলেজ পালায়।
ভিপি স্যার মিটিমিটি হাসছিলেন।

তোমরা কি এখনো কলেজ পালাও, সোনার ছেলেরা?
আমি তোমাদের ক্ষমা করতে চেয়েই পুরস্কারের কথা বলতাম;
এই খোড়া অজুহাত ছাড়া তোমাদের ক্ষমা করার চতুর কোনো কৌশল
আমার জানা ছিল না।

এখনো মাঝরাতে গর্জে ওঠে আজিজ স্যারের ক্লাস; তুমুল হাস্যকোলাহল
আর করতালিতে আঁধার ভেঙে খান খান হয়ে যায়। স্বর্গ থেকে ইথারে
ভেসে আসে বঙ্গবন্ধুর কালজয়ী ভাষণ –
এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম,
এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম।

এখনও বাতাসে কান পাতলেই ভেসে আসে শাহনাজ ম্যাডাম
আর মুছুল্লী স্যারের অমৃত কণ্ঠস্বর
যাঁরা উপস্থাপনাকে করে তুললেন কিংবদন্তিরও অধিক শিল্প
ঐ যে দেখো, 'মায়ের মতো আপন কেহ নাই রে...' গাইতে গাইতে
অন্তর্ভেদি কান্নায় ভেঙে পড়লেন মনিরুল স্যার।
নজরুলের সুরে মূর্ছনা তুলছেন গানের পাখি ফারহানা ম্যাডাম।
রেখা ম্যাডামের নৃত্যচ্ছন্দে আশ্চর্য দোল খায় ফুল আর পাখির হৃদয়।

হঠাৎ হঠাৎ আমিও অডিটোরিয়ামে ঢুকে পড়ি। কী আশ্চর্য! আহা,
কী অদ্ভুত দৃশ্য দেখো- এখনো তোমরা ঠায় বসে আছো-
অডিটোরিয়ামের কানায় কানায় ভর্তি কী প্রকাণ্ড আলো –
একেকটা উজ্জ্বল অগ্নিকুণ্ডের থেকে
ঠিকরে পড়ছে কী তীব্র দ্যুতিময় তেজ!
আমার ছিল একটা সোনালি দিন, একটা সোনার ডায়াস।
উর্ধ্বপানে একটা তর্জনি।
আকাশে একটা সিঁড়ি উঠে গেছে। তোমাদের দু চোখে ছিল
স্বপ্নবোনার নেশা। যারা একদিন একটা দেশকে কাঁধে তুলে নেবে,
তারপর তরতর করে সিঁড়ি ভেঙে উর্ধ্বে এবং
আরো অনেক অনেক উর্ধ্বে উঠে দীর্ঘ উড়াল দেবে অমর্ত্যের অন্বেষায়।

তোমার হাতে সোনার কাঠি, তোমার হাতেই জাদুর কাঠি
সামনে তোমার স্বপ্ননগর, তোমার হাতেই স্বপ্নচাবি
তোমরা হবে ভোরের দোয়েল, শালিক, টিয়া, ময়না
এ দেশ তোমার মায়ের গলার সবচে দামি গয়না

অস্থির আলমাজী ম্যাডাম। অস্থির ভাইস প্রিন্সিপাল স্যার। সকলেই অস্থির।
তামাম শিক্ষকের চোখ ও হৃৎপিণ্ড ফুঁড়ে বেরিয়ে পড়ে কুণ্ড কুণ্ড
জমাট কুয়াশা। হায়, ওরা পারবে তো? পারবে তো?

কেমিস্ট্রির দুর্বোধ্য সূত্রাবলি, বায়োলজির পাষাণ কঙ্কাল, গণিত কিংবা
ফিজিক্সের বিঘতপুরু বইয়েরা তখনো থাকবে, প্রতিটা
এক্সামের আগের রাতে যেমন করে ওরা আতঙ্কময় হয়ে উঠেছিল, তেমনি।
অস্থির তোমাদের শিক্ষকেরা হয়ত-বা হতাশায় হাল ছেড়ে দেবেন।
এই সুন্দর পৃথিবী তখনো সুন্দরই থাকবে। কিন্তু হায়, তখন
তোমাদের সুবর্ণ এক্সপ্রেস তোমাদের পেছনে ফেলে বহুদূর চলে গেছে,
যেটি এ জীবনে উলটোপথে কখনোই ফিরে আসবে না
তোমাদের তুলে নেয়ার জন্য।
... ... সকলেই অস্থির।
তামাম শিক্ষকের চোখ ও হৃৎপিণ্ড ফুঁড়ে বেরিয়ে পড়ে কুণ্ড কুণ্ড
জমাট কুয়াশা। হায়, ওরা পারবে তো? পারবে তো?
... ... তোমরা পারবে। তোমরাই ফোটাবে জমাট কুয়াশা
ভেদ করে সূর্যখচিত ভোরের উদ্ভাস। তাহলে তোমরা জাগো। আজই

তোমাদের ছেড়ে চলে এসেছি, তার মানে এই নয় আমি নেই
আমার অদৃশ্য ছায়া এখনো তোমাদের চারপাশ ঘোরে
আমার হাতে এখনো জাজ্বল্যমান এক সোনার লাঠি তোমাদের পদচিহ্ন
ধরে ধরে অনলস হেঁটে চলে
তোমাদের ছেড়ে চলে এসেছি, তার মানে এই নয় আমি আমার
সকল অধিকার হারিয়ে এসেছি।
তোমাদের ভালোবাসবার, তোমাদের জন্য একফোঁটা অশ্রু ফেলবার
অধিকার কেউ কোনোদিন কেড়ে নেবে তা আমি স্বপ্নেও ভাবি না।
কামরুজ্জামান স্যার যখন হঠাৎ হঠাৎ কেঁদে ওঠেন– তখনই
বড্ড টের পাই, আট সহস্র ফুলের নাড়িতে এখনো আমার বাস,
যেখানে এখনো ঘুমের ভেতর কাঁদি,
কাঁদতে কাঁদতেই আট সহস্র ফুলের হৃদয়ে আবার ঘুমিয়ে পড়ি।

২৬ নভেম্বর ২০১৬

আমার একটা বাগান ছিল

আমার একটা বাগান ছিল
সেই বাগানে ফুল ছিল, সবুজ, কচি পাতা ছিল
বৃক্ষ ছিল
আর ছিল অষ্ট হাজার পাখি।
পাখির গানে আমার হৃদয় আকুল হতো
ফুলের গন্ধে আমি বিষম বিমূঢ় হতাম
আমি এখন অনেক দূরের অচিন পাহাড়
ফুলপাখিদের জন্যে আমার বুকের ভেতর কেমন করে
কেমন করে! কান্নাগুলো আটকে থাকে
আমার সাধের ফুলপাখিরা কেমন আছে?
কেমন আছে, কেউ কি জানো?

১ সেপ্টেম্বর ২০১৬

সুরের হৃদয় ফুঁড়ে উথলে ওঠে প্রেম

এত গান, এত সুর নিয়ে আচানক নেমে এলে
সদর দরজায়; আমার তখন বুভুক্ষু হৃদয়; হৃদয়ভর্তি
কলকল নদী। সুরেয় সুধায় প্রমত্ত রাত নাচে;
আমরা ভুলে যেতে থাকি ভুলের ভুবন; তখন হরষে
বিপুল চমকে সুরভিরা ফুলপরী; তখন আমরা
প্রকৃতই প্রেমে পড়ি।

তখন নিমেষে রক্তস্রোতে উথলে ওঠে সুর।
উথলে ওঠে অতীত আঁধার, ঢেউয়ের সমুদ্দুর;
মুহূর্তে চোখের সামনে রূপবান আর তাজেলের দ্বৈরথ,
হয়ত-বা জানো না, এমন একটি
সঘন রজনি জীবনেও আর আসবে না।
ভালোবাসা এক অন্ধ আবেগ; আমাকে ছিনিয়ে নিয়ে যায়
দূর ভুবনের সোনালি জঠরে, যেখানে হারিয়ে ফেলেছি
অজর কুসুমের অমূল্য সুঘ্রাণ- কাঁচবন্দি প্রাণের মতো আজো
সে ঘ্রাণ প্রতিটা নিশীথে মুক্তির নেশায় কাঁদে আর বিদীর্ণ করে
কাঁচের দেয়াল।

হে আমার সুরের দেবী, আমাকে প্রেম দাও।
হে আমার ঈশ্বরিনী, আমাকে সুর দাও।
আমাকে সুর দাও, গান দাও। কী ভীষণ ক্ষুধা; অসহ্য
আমার যন্ত্রণা। তোমাকে নিঃশেষে
সবটুকু চাই, আজ এই বিশুদ্ধ সঙ্গীতে।
কাল ভোরে কার বাহুতে তোমার ঘুম ভাঙবে,
কে তোমার হৃদয় ছিঁড়ে রক্তাক্ত করবে, তা তুমি জানো না।
জানি না আমিও।

হয়ত-বা আমিও জলের গভীরে মহাকাল লুকিয়ে
অন্য একটি সূর্য ফোটাবো। হয়ত-বা
এই সুর, এই গান, উন্মাতাল ক্ষুধা ও জ্বালা
সহসা নিভে যাবে কোনো এক নিগূঢ় ফুৎকারে!
কাল রাতে হয়ত-বা আসবে না তুমি।

কাল রাতে গানে গানে ঘুমাবো না, জানি।
কাল রাতে মৈথুনের সব রং ফিকে হয়ে যাবে।
কাল রাত ডুবে যাবে নিস্তব্ধ অন্ধকারে, হয়ত-বা।
প্রেমিকারা কবিতার মতো। চলে গেলে ফিরে না তারা।
গান আর সুর; সুর আর গান- আমার হিরন্ময় প্রেমিকারা।

সুরের হৃদয় ফুঁড়ে উথলে ওঠে প্রেম; আমি ডুবে যাই।
আমি ফিরে যাই ফেলে আসা অনন্যার কাছে,
যে আমাকে চিরকাল কাঙাল করেছে, সৃষ্টি করেছে ক্ষুধা ও তৃষ্ণা;
অদ্যাবধি যে আমায় নিরবধি হত্যা করে, নিবিড় অলক্ষে
নিপাতনে কুরে কুরে খায়।

২৭ নভেম্বর ২০১৬

যমজ

তুমি আজ কাকে নিয়ে কবিতা লিখেছ?
অথচ গতকাল ওটা আমার মগজে ভ্রূণ ফুটিয়েছিল।
তুমি জানো, অপ্সরার নামে আজও আমি কবিতা লিখি নি
সে আমার আড়িয়াল পাড়ে থাকে
পাখির ডানায় আকাশে রৌদ্র ছড়ায়,
সকাল সাঁঝে আমারই নাম ডাকে।

তুমি তো জানোই, কবিতারা সহসা আসে না
যেমন চাইলেই আসে না প্রেমিকারা প্রেম নিয়ে
যখন প্রেম অথবা আসবে কবিতারা
জড়িয়ে নিতে হয় দু'হাত বাড়িয়ে

কে আমায় কী করেছে, বলতে পারো?
আমি ডুবে আছি গানে ও প্রেমে;
সারারাত কেটে গেছে কবিতার সাথে
কে আমার দু'চোখ পুড়িয়ে তাড়িয়ে দিয়েছে ঘুম?

তোমায় নিয়ে আমারও কিছু কবিতা ছিল
ওসব তোমার আগুনে ঝলসে গেছে
একজীবনে গোপন মানুষ কজন থাকে?
কাল যে ছিল, আজ সে গেছে সকল ফেলে।

আজও তুমি 'আমায়' নিয়েই কবিতা লিখেছ
তুমি তো জানো, সে নই 'আমি'
যে জন আমায় কবিতা লেখায়,
সঙ্গোপনে লেখে সে নিজেও
নয় সে মানবী, পরীও সে নয়
সে জন আমার মরমে মরমে ঘুমায়।

হারিয়ে যেতেই সে ভালোবাসে
হঠাৎ হঠাৎ জেগে উঠে
স্বপ্নের মতো দেখায় আলোর ঝিলিক

সেই কতদিন হারিয়ে গেছে পরীর দেশে
কে জানে সে কোথায় এখন, কোন পরিচয়
কী নাম তাহার!

আর কি তাহার দেখা পাব
জোসনাধারায় নরম পাখায় নামবে আকাশ থেকে
সারা ভুবন রঙে ঝলমল
নির্মল তার রাঙা যুগল ঠোঁটে

প্রেমিকা সে হতে চেয়ে হয়েছিল সিদ্ধ ঈশ্বরিনী।
পালিয়ে যেয়ে বর দিয়েছে,
কবিতা আর গানে গানে আমায় করেছে ঋণী।

২৮ নভেম্বর ২০১৬

যাদের দুঃখ আছে

সমুদ্রেরও দুঃখ আছে
ঢেউগুলো তার সাক্ষী
গাছের বুকে দুঃখ হলেই
ঝরে পড়ে পাতাগুলো
সমুদ্র বা বৃক্ষ শুধু
দিতেই জানে, চায় না কিছু
তোমরা অবোধ নিঠুর মানব
তাদের বুকেই আঘাত হানো।

৭ সেপ্টেম্বর ২০১৬

আমাকে উদ্দীপ্ত করে

বৃক্ষরা মরে যায়, মাটিতে মজে যায়
বিশাল ফসিল
আজকের গান, আজকের কবিতা
হারিয়ে যাবে নিশ্চিত একদিন
যতটুকু ভালোবাসো আজকের দুপুরে
কিংবা বেসেছ গতকাল রাতে
এর কোনো সাক্ষী রেখেছ কি, অথবা চিহ্ন?
হয়ত ভুলে যাবে সবই আগামী প্রভাতে

তুমি তো জানো না
জানে এক তোমার হৃদয়
আমিও তেমনি কিছুই জানি না
আমাদের কে রাখে বেঁধে
অদৃশ্য সুতোয়

আমি শুধু দূর থেকে
তোমাকে দেখি
বাতাসে উড়ে আসে
চুলের সুবাস
রোদ হয়ে ভেসে থাকে
হাসির ফোয়ারা
ওড়নায় ডুবে যায়
হলুদ আকাশ

আমাকে উদ্দীপ্ত করে
তোমার হাসিমুখ
আমাকে জাগিয়ে তোলে
সমুদ্রের ঢেউ
আমাকে উদ্দীপ্ত করে তোমার কবিতা
ছোটো ছোটো পঙ্‌ক্তিকথা
আমাকে উদ্দীপ্ত করে তোমার প্রেষণা
রঙিন মলাটে টুকরো টুকরো প্রেম

আমার জীবনে আচানক তুমি
সুর-ছন্দের মনোজ্ঞ বাগান
আবার ইচ্ছে করে
হাতে নিই কবিতার খাতা
আবার ইচ্ছে করে ডুবে যেতে
যেখানে রাতভর অমর্ত্যের গান

আমার সাধ নেই আর কিছুতে
আর কিছুই জীবন বাঁচাতে পারে না
জীবন বাঁচাতে সুর চাই, এবং কবিতা
তোমার হাসিমুখ, গুচ্ছ গুচ্ছ তোমার প্রেরণা

৪ ডিসেম্বর ২০১৬

কবিতার রূপান্তর : রহস্যময়ী নারী

- বলো তুমি রহস্যময়ী নারী,
কাকে তুমি ভালোবাসো সবচেয়ে বেশি?
সে তোমার মাতাপিতা? ভগ্নি? সহোদর?
নাকি নাড়িছেঁড়া সন্তান?

- এ ভুবনে আমার তো কেউ নেই-
বাবা-মা, বোন অথবা ভাই।
সন্তানের কথা বলছো? ওরা হলো
আল্লাহর দান; আল্লাহই ওদের ঘুম পাড়াবেন,
দেখাবেন বেহেশতের বাগান।

- তাহলে তোমার স্বামী? বন্ধু অথবা
গোপন কোনো প্রেমিক?

-আমাকে এমন কিছু শোনালে, আজ অবধি
যার কোনো অর্থ এবং মূল্য, কোনোটাই
আমার চিন্তায় উদ্ভাসিত হয় নি।

- কোথায় তোমার জন্মভূমি, গ্রাম, বা শহর,
আছে কি নদীর পাশে শীতল কোনো কুটীর?

- আমি জানি না, পৃথিবীর কোন কোণে এসবের অবস্থিতি।

- তাহলে তোমার রূপলাবণ্য, কাজলমাখা চোখ,
চুলের অন্ধকার - এসব কি তোমার প্রিয় নয়?

- হায়, এসব আমি খুব ভালোবাসি। কিন্তু জানো তো,
রূপ বা সৌন্দর্য খুবই ক্ষণস্থায়ী; দ্রুত সে চলে যায়
বিধাতার গোপন কৌটোয়, যেখানে তার কোনো মৃত্যু
বা বিনাশ নেই, সে অমর।

- সোনার গহনা? হীরা-জহরত তোমাকে উৎফুল্ল করে না,

হে রহস্যময়ী নারী?

- এসব আমি ঘৃণা করি খুব, যেমন তোমরা দুর্বৃত্তদের
ধারালো ছুরিকে খুব ঘৃণা করো, এবং ভয়।

- তাহলে বলো হে অদ্ভুত রহস্যময়ী নারী,
কী তুমি ভালোবাসো?

- আমি ভালোবাসি ঝরনার স্রোত,
পাহাড় গড়িয়ে পড়া জলপ্রপাত।
আমি ভালোবাসি ফুলের সুবাস,
যাতে নেই কোনো পাপ।
আমি ভালোবাসি পাখির হৃদয়,
উষ্ণ পালকে যারা আকাশে মেলে দেয় ডানা।
আমি ভালোবাসি উড়ন্ত রোদ, যারা ধাওয়া করে
ছুটে চলা মেঘ।
আমি ভালোবাসি বৃষ্টিতে ভিজে ভিজে ধানক্ষেতের
আল ধরে নিরুদ্দেশ হেঁটে যেতে।
আমার রয়েছে এক অনন্য কুটুম-
একমাত্র তাকে আমি ভালোবাসি,
সে আমার একমাত্র বিশ্বস্ত সঙ্গিনী।
সে আমার ছায়া।

৭ ডিসেম্বর ২০১৬

ফুটনোট :

মূল কবিতা শার্ল বোদলেয়ারের The Stranger.
বাংলায় অনুবাদ করেন বুদ্ধদেব বসু 'অচেনা মানুষ' হিসাবে।
মূল কবিতায় 'মানুষ'-কে সম্বোধন করা হয়েছে। আমার কাছে নারীকে অধিক রহস্যময়ী মনে হওয়ায়, এবং নিছক মজা করার জন্যই মূল কবিতাটিকে এভাবে রূপান্তর করে ধাঁধা হিসাবে ব্লগ ও ফেইসবুকে শেয়ার করি। মজার বিষয় হলো, দু-একজন পাঠক ছাড়া কেউ মূল কবিতাটিকে চিহ্নিত করতে পারেন নি।

মূলত অপ্‌সরা তুমি

মূলত অপ্‌সরা তুমি- এ নামেই প্রথম তোমাকে চিনি
এরপর বাতাসের বর্ণের ভেতর মিশে যেতে থাকো অদ্ভুত বহুরূপিনী।

অপ্‌সরা থেকে কখন যে আকাশলীনা, কখন যে নীরা হয়ে যাও
কখনো জলপরী, কখনো বরুণা, কখনো-বা অচেনা
এক নামের আড়ালে নীরবে লুকাও;
কখন যে ইথারে মিলিয়ে যাও, মুছে ফেলে সমস্ত পদছাপ
কখন যে অদৃশ্য থেকে জেগে উঠে চুপচাপ
ছায়ার মতো উঁকি দিয়ে সহসাই আবার হারিয়ে যাও তোমার ভুবনে-
সে এক অলৌকিক খেলা, যা তুমি গোপনে সাজিয়েছ আপনার মনে।
কখনো-বা জোসনা-গলা রাত নামে তোমার বুক ও চোখ জুড়ে;
ঘুঘু ও শালিখের মুখরিত সঙ্গীত একলা দুপুরে
মূর্ছনা তোলে। আড্ডায় অসমাপ্ত গল্প রেখে দৌড়ে ছুটে আসি
তোমার মহলে- মুখ ফস্‌কে যদি বলে ফেলো – 'এখনো ভালোবাসি।'

তুমি নেই; তবু মনে হয় নিশ্চিত আছো আমার চারপাশ ঘিরে
আমাকে ছুঁয়ে যাও, অলক্ষে পথ দেখাও আলোয় এবং তিমিরে।

আমার হবে না সেই সুখ। তবু আমি যেচে যাব সেই সত্তাকে-
নামের পেছনে লুকানো অপার্থিবা 'পরম' তোমাকে।

১২ ডিসেম্বর ২০১৬

আমিই তোমার প্রেমের দেবতা

শোনো মা জয়িতা, ছবি ও কবিতা
নিরুপমা প্রীতিলতা
আমিই তোমার প্রেমের দেবতা
আমিই তোমার পিতা

তুমি ভালোবাসো গোপনে গোপনে
লতাপাতা নদী জানে
আমিই তোমার জন্মদাতা
বলো, কে সেটা না মানে?

আমাদের প্রেম শুধু প্রেম নয়
প্রেমের অধিক কিছু
তোমার কাছে চাইবার আছে
অশ্রু দু'ফোঁটা শুধু।

পৃথিবীতে যারা প্রেম পেয়ে সুখী
তাদের থাকে না গ্লানি।
থাকি বা না থাকি, বাঁধিও যতনে
সুমধুর স্মৃতিখানি।

২৯ ডিসেম্বর ২০১৬

বাৎসল্যের ঋণ

যা তুমি বলো, কিংবা ইথারে ছড়িয়ে দাও ভার্চুয়াল তুলিতে
সবই তা ভিড় করে জড়ো হচ্ছে অমোঘ স্মৃতিতে।
যেমন তুমি বলো, আমার ভেতরে
অবিকল তোমার বাবা খুব তীব্রভাবে খেলা করে।
তাঁর সকল সারল্য কিংবা দৃঢ়তা আমার চরিত্রে দেখে
মুহূর্তে ভেবে নিলে হয়ত আমাদের একটি পূর্বজনম ছিল, সেখানে
আমরা বাবা ও কন্যা ছিলাম, কিংবা তুমি ছিলে মা
আমি তার অবাধ্য ছেলেটা।
'অত বেশি রাত জেগো না। নিয়মিত খেয়ো।
নিয়মিত স্নান করো, শেভ করো। বিকেলে বাইরে ঘুরতে যেয়ো।'
আরো কত উপদেশ! 'হাসিখুশি থেকো।
বেশি বেশি কবিতা লেখো।
রোদে যাওয়া যাবে না, ব্লাড প্রেশার ফল করবে।
কী কী বললাম, শুনেছ? সব মনে রাখবে।'
যা কিছু তুমি বলো, কিছুতেই মন নেই; আমাকে উদাসীন দেখায়
তুমি খুব রেগে ওঠো - 'তবে কি মনে করো তোমাকে
এভাবে দেখবো বলে উড়ে আসি তোমার আঙিনায়?'
এরপর দেখি, গোপন অশ্রুতে তোমার দু'চোখ ভেসে যায়।
কেন তুমি এভাবে বলো, তুমি কি জানো না
আমিও অন্তরে ভেঙে পড়ি এসব কথায়? কারণ, এভাবে বলতো
আমার জন্মদুঃখিনী গর্ভধারিনী মা।
সে মায়ের মুখ খুব দূরের এক গাঁয়ে অস্পষ্ট ছায়ার মতো দেখি।
সে তো আর নেই। বলো সোনাপাখি, তোমার ভেতরে তবে
আমার মরে যাওয়া জননী এসেছে কি?

বড্ড ক্ষুদ্র এ জীবন। এ জীবন আমাকে দিয়েছে অজস্র
ভালোবাসা, অজস্র প্রাণের অর্ঘ্য
কীভাবে শোধ দেব এত মানুষের ঋণ, আমার আছে কি সাধ্য?
আমি আর চাই না কোনো স্মৃতি, নতুন বন্ধন
চাই না দেখতে তোমার গোপন ক্রন্দন।

তুমি ভুলে যেয়ো তোমার বাবাকে, আমার মাকে আমি ভুলে যাব
আমাদের নিশ্চিত আরেকটা জীবন হবে। সেখানে আমিই
তোমার সত্যিকার বাবা হবো।

৩০ ডিসেম্বর ২০১৬

তুমি ও প্রেম

কিছু কিছু প্রেমকে খুব গভীর হতে দিতে নেই

দূর থেকে তোমাকে দেখবো
একটি রক্তজবাফুল শূন্যে
ভাসতে ভাসতে একদিগন্ত থেকে অন্য দিগন্তে
উড়ে যাচ্ছে। আহা, কত সুখ! কত সুখ!
বাস্তবিকই তুমি খুব সুন্দর

কিছু কিছু প্রেম কিছুদিন পর একঘেঁয়ে হয়ে যেতে পারে
তোমাকে আর সুন্দর মনে হবে না
আমার জন্য তোমার কোনো অপেক্ষার
প্রহর থাকবে না।
বাস্তবিকই আমি তোমাকে ভালোবেসে ফেলেছি।
আমি জানি তুমিও আমাকে।
আমি তোমাকে স্বল্পকালের জন্য গভীর ভালোবাসতে চাই না
অল্প অল্প হলেও আজীবন
ভালোবাসতে চাই।

হঠাৎ হঠাৎ তুমি হারিয়ে যাও, তোমাকে কীভাবে খুঁজি
তা তুমি জানো কি? এমন করো না, আমিও
হারিয়ে যেতে ভালোবাসি কোনো পদচিহ্ন না রেখেই।

২ জানুয়ারি ২০১৭

তোমার অন্তর্গত

এটি শুধু তোমার জন্যই লিখিত হয়েছে।
এটি একটি লেখচিত্র, যাতে বর্ণিত হয়েছে তোমার অলক্ষ্য
ভুবনের খবরাখবর, খালি চোখে যা খুব তিক্ত, নিষ্ঠুর ও কঠোর শব্দে
ভরপুর। এটি পড়ার পর তোমার অন্তরে আগুন জ্বলবে।
যদি প্রশান্তি চাও, তবে এখানেই থামো, সামনে এগোবার
প্রয়োজন নেই। আর একান্তই যদি পড়তে চাও, দুঃসাহসিনী,
তোমাকে অভিবাদন; তুমিই পারবে
হাতের মুঠোয় তুলে নিতে তামাম পৃথিবী।

নিজেকে কী ভাবে দেখো তুমি? একজন জননী? স্ত্রী, প্রেয়সিনী?
দার্শনিক? কবি? গল্পকার? চিত্রকর? কুশলী পেশাজীবী?
মানুষ যখন বিতণ্ডায় পরাজিত হয়, তখন সে বদলে ফেলে পেশা,
এ দ্বারা মানসিক চাপ থেকে সে মুক্তি পেতে চায়।
আর, কী তোমার পেশা, সেটা সগৌরবে রাষ্ট্র করার প্রয়োজন দেখি না,
তোমার দুর্বলতাই উন্মোচিত হবে তাতে। বরং, নিজেকে জানো,
পাঁজর ফুঁড়ে নিজের হৃদয়ে ঢোকো। তোমার 'তুমি' ওখানে সঙ্গোপনে।

চিন্তাশক্তিকে করো তীক্ষ্ণ এবং প্রখর। নিজেকে 'সাধারণ' থেকে
আলাদা করে ফেলো; সকলেই যা হয়, যেভাবে
ব্যাখ্যা করে বক্ষ্যমাণ বিষয়কে, তুমি একটু অন্যরকম ভাবতে পারো কি?

যাও কিছু ব্যবচ্ছেদ করো মাঝে-সাঝে, তা যদি গণমানুষের সাধারণ
ভাবনা থেকে বিস্তর দূরবর্তী হয়, তোমার জন্য উপদেশ –
খুব সহজ ভাবে ভাবতে শেখো। সাধারণ মানুষ একটা বিষয় নিয়ে
কী ভাবতে পারে, তা গভীরভাবে ভাবো। অন্য মানুষেরা
কী ভাবছে, বলছে, তা মনোযোগ দিয়ে লক্ষ করো। তোমার উন্নতি হবে।

তুমি খুব 'ভান' করো, কী 'শো-অফ' করো, অর্থাৎ তুমি যে
আর্টিফিশিয়াল- বুঝবে কীভাবে? সহজ হও। তুমি যা, ঠিক তা হিসাবে
নিজেকে প্রকাশ করো। তুমি একজন কবি, একজন লেখক, সমাজসেবক,
রাজনীতিবিদ- এগুলো রাষ্ট্র করে বলার মতো বিষয় নয়।
অথবা এর উলটোটা, যেমন, তুমি কবিতা লিখতে পারো না- এটাই বা

ফলাও করে বলতে যাবে কেন? সহজ হও। অন্ধকারে তুমি যা,
আলোতে নিজেকে সেভাবেই প্রকাশ করো। কোনোরূপ কৃত্রিমতা
যেন না থাকে তোমার আচরণে।

কার গানে তুমি অন্ধ, এটা পাবলিক প্লাটফর্মে প্রচার করার কোনো অর্থ হয় না।
রবীন্দ্রনাথই তোমার ধ্যানজ্ঞান, রবীন্দ্রসঙ্গীতই তোমার রক্তে প্রবহমান
এ কথা বললেই কি কেউ জাতে উঠে গেল? এ কথা শুনে মানুষ তোমাকে
একটা অভিজাত আসন ছেড়ে দিয়ে হুড়মুড়িয়ে দূরে সরে
গিয়ে বসবে, ব্যাপারটা তা না। তুমি ভাওয়াইয়া বা পল্লীগীতি
শোনো, এ কথা জানলে মানুষ তোমাকে দাম দেবে না, বা খাটো
চোখে দেখবে, ব্যাপারটা তাও না। কোথায় তোমার কী পরিমাণ
জ্ঞান বা অনুরাগ আছে, তা তোমার প্রকাশেই উঠে আসবে। কেমন?
যা তোমাকে সত্যিকারে 'জাতে' ওঠাবে, তা তোমার ,অমুষ্যত্ব;
বিবেক ও বিচক্ষণত্ব।

আদতে তুমি কবি, বা লেখক বা সঙ্গীতানুরাগী- হয়ত এসবের কিছুই নও।
সাহিত্য বা সঙ্গীত হয়ত তোমার জন্য নয়। অযথা
এমন ভাব ধরো না—রবীন্দ্রনাথে তুমি অন্ধ, রবীন্দ্র সঙ্গীত
তোমার জীবন; অন্যকোনো গানে তোমার ভক্তি বা নেই অনুরাগ।
এমনটা ভেবো না—তোমার এই রবীন্দ্রভক্তি
দেখাতে পারলেই মানুষের সমুদয় সমীহ তোমার সমীপে। পাগল!
মনে রাখবে, এসবের ভান ধরলেই
'রবীন্দ্রনাথেই তুমি সেরা' প্রমাণিত হয় না।
হলেই বা তুমি রবীন্দ্রনাথেই সেরা- তার মানে এই নয়
রবীন্দ্রনাথকে তুমি গুলিয়ে খেয়েছ। তোমার জ্ঞান ও গরিমার প্রকাশে
রবীন্দ্রনাথ, অন্য কোনো কবি বা গানেও দখল রয়েছে কিনা, তা হতে পারে
তোমার উৎকর্ষের মাপকাঠি। এটাই উত্তম, এসব তুমি
মনে মনেই চর্চা করো। মননেই তোমার বোধন ঘটুক। এসব কথার অর্থ
তোমার বোধগম্যতার মধ্যে যদি পড়ে তো ভালো, অথবা আগামীর
কোনো একদিন যদি তুমি বুঝতে পারো, তা খুব মঙ্গলময় হবে!

একটা ফেইসবুক স্টেটাস কবিতার মতো পঙ্‌ক্তি করে সাজালেই
তা কবিতা হয় না—মনে রাখবে। নিজেকে বিচার করো- এ যাবত একটাও
কবিতা লিখতে পেরেছ কি? কবিতা লিখেছ মনে করে নিজেকে

হয়ত বিরাট ভেবেছ, কিছু লোলুপের তোষামোদে আকাশে উড়াল দিয়েছ-
কিন্তু তুমি জানো কি, যা লিখেছ, সবই তা প্লেইন টেক্সট, একবিন্দু কবিত্ব নেই?
কবিতার রস না থাকলে তা নিরেট গদ্য।
... ... তুমি কেঁদো না। নিরেট
গদ্যেরও তো কিছু মূল্য আছে, আর কারো কাছে না হোক, অন্তত তোমার কাছে।
তোমার কাছে যার মূল্য সমধিক, তা আমার কাছেও অমূল্য সম্পদ।... ...
এবার হাসো! হুম, হাসো; চোখের পানি মোছো। ক্রন্দনেও সুখ
আছে, তা উপভোগ করতে শেখো।

ফেইসবুকে ১০ মিনিট পর পরই স্টেটাস দিতে যেয়ো না, 'ব্যক্তিত্ব'
খুব ঠুনকো হয়ে ওঠে। তোমার তো খেয়েদেয়েও প্রচুর কাজ
আছে, নয় কি? তুমি পেশাজীবী।
তুমি চাকরির মধ্যে আছো। কিন্তু চাকরি করছো কি?
মিনিটে মিনিটে কবিতার নামে হাবিজাবিতে ফেইসবুক ফ্লাড করো না;
এগুলো করে আবার জোর গলায় বলো না- করবেই তো! দেখি কে ফেরায়!
আহাম্মক! নিজেকে অতটা বোকা বানিয়ো না। চাকরিতে মনোযোগী
হও। অনেক বলেছি, কবিতা লিখতে শেখো। তুমি যা লিখছো তা
একটাও কবিতা হয় না।
... ... দুঃখ পেয়ো না। কেঁদো না, সোনাপাখি।

ছবি আঁকা তোমার পেশা, কিংবা শিক্ষকতা- এটা ঢোল পিটিয়ে
মানুষকে জানানো হলো নির্বুদ্ধিতা। কিছু প্লেইন টেক্সটকে কবিতা
আকারে ছেড়ে দিয়ে ভেবো না, আমি গিয়ে ওগুলোকে কবিতা
বলি, বলি- সাবাশ কবি! আহারে বোকা। তুমি যে
এতটাই বোকা, তা তোমার প্রতিটি কথা বা স্টেটাসে বুঝিয়ে দিও না।
একটা 'লাইক' পেয়েই 'থ্যাঙ্কস আ লট' বলে এমনভাবে লাফিয়ে
ওঠো না যে, জীবনে আর একটাও 'লাইক' পাও নি, কমেন্ট তো
দূরের কথা। আমি হাসি, মানুষও হাসে, দু-তিনটা 'লাইক'-এর
স্টেটাসে 'সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ' দেখে- এটা কি চাও?
ভাবছো, কতটা পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে তোমাকে দেখেছি, তাই না?
হ্যাঁ, যাকে ভালোবাসা যায়, কাঁদানো যায় তাকে, তাকেই
রক্তাক্ত করা যায়। তোমাকে আমি কাটবো, স'মিলে চিরাবো,
প্রতিটা জীবকোষ আলাদা করে আবার তোমাকে জোড়া লাগাবো।
ভালোবাসায় তোমার কতটা শক্তি আর ধৈর্য, তা আমি দেখতে চাই।

তোমার অন্তরে হিংসার আগুন জ্বলে ওঠে কখন, তা আমি স্পষ্ট
টের পাই। তুমি তো কবিতা লিখতে পারো না। যেদিন তুমি কবিতা
লিখবে, সেদিন ঠিকই তোমার কবিতা 'বাংলাদেশের কবিতা'য় স্থান পাবে।
একদিন শাকিলা তুবা'র কবিতা সেখানে দেখে
ক্ষোভে জ্বলে উঠলে তুমি। মিথ্যামিথ্যি বললে-
দুঃখের কবিতা তোমার ভালো লাগে না। হুহ! কী নির্জলা নির্বোধ তুমি।
প্রমাণ দিলে, তুমি কবিতাই চেনো না। জ্ঞান হয়, কোনোদিন কবিতা পড়ো নি।

কোনো ইস্যুতে বেজুত হলেই ঝাঁকে ঝাঁকে স্টেটাস ছাড়তে যেয়ো না;
এটা প্রতিক্রিয়াশীলতা। ভাবছি এ লেখাটি পড়ে কতগুলো
স্টেটাস লিখবে তুমি। এতে রয়েছে ৫০-এরও অধিক পঙ্‌ক্তি।
আমরা আশা করতে পারি, তুমি শ-খানেক স্টেটাস লিখবে
এ লেখাকে কাউন্টার করতে।
তোমার আরেকটা পিকিইউলিয়র অভ্যাস আছে। তুমি আমার
সব লেখা পড়ো ও কমেন্ট লেখো, কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ কিছু
স্টেটাসে কমেন্ট না করে ভাব দেখাও ওটি তোমার চোখেই
পড়ে নি। হয়ত এমনই হবে, বা নিশ্চিত এমনটাই-
তুমি এ লেখাটা গোপনে বার বার পড়বে, সাপের মতো ফুঁসবে,
কিন্তু কোনো কমেন্ট লিখবে না। এরপর এ লেখার একটা
একটা করে লাইন ধরে তার উপর স্টেটাস লিখতে থাকবে,
আমি ভাবতে থাকবো, ওগুলো তোমার নৈর্ব্যক্তিক স্টেটাস,
যা লিখবে বলে আরো বছর খানেক আগেই ভেবে রেখেছিলে।

আমি এক সহজ-সরল কৃষানের ছেলে। সর্বশরীরে
মাটির তাজা ঘ্রাণ। আমার গলায়
পল্লী ও বাউলের গান, যা থেকে আমি প্রাণ পাই,
আর মনে হয়, সত্যিকারের গান যদি কিছু থেকে থাকে-
তা ঐ ভাটিয়ালি আর ভাওয়ালির সুরে।
তুমি সহজ হও। হও প্রাকৃতিক। মাটির গভীর থেকে উঠে আসা
শাঁস তোমার অন্তরে শুষে নাও।

আমি খুব ভালো আছি। আরামে আছি। আমোদে আছি।
তুমি এখন কাঁদছো, নাকি ডাক্তারের শরণে,

কীভাবে তা খোঁজ নিই?
হয়ত তোমার চোখ ফুলে গেছে কাঁদতে কাঁদতে
মানুষ কীভাবে এতখানি নিষ্ঠুর হয়? তোমার চিন্তার জগতে
এ ধারণা কখনোই ছিল না, একদিন সকালে উঠে
এমন একটা লেখা তোমার চোখে উদ্ভাসিত হবে।
তাও, লেখাটি লিখেছে এমন একজন মানুষ, যাকে তুমি
বিপুল বাৎসল্যে চিরদিন বুকে দিয়েছ ঠাঁই। হায়,
এ-ই কি তাহলে জগতের নিয়ম? তুমি আফসোসে ফেটে পড়ছো।
দু'হাতে চাপড়াচ্ছ বুক।
হ্যাঁ ভাই, দুনিয়া এমনই। আপনও হয়ত আপন নয়।

তোমাকে নিয়ে কখনো কোনো কবিতা বা স্টেটাস লিখি নি বলে
কত বেদনা, কত যন্ত্রণা, আর কত দহন তোমার বুকে।
আমিও কবি নই, যা কিছু লিখেছি কবিতার নামে,
আমি যেমন তোমাকে বকে লাল করেছি, আমাকেও একজনা
এরকম বকে, আর বলে, 'ছেড়ে দে, ছেড়ে দে তুই
এসব বালখিল্য লেখালেখি। কিচ্ছু হয় না তোর।
এসব ছেড়ে চলে যা তোর আড়িয়াল বিলে, চলে যা তোর
বাবার চাষবাসে, লাঙল কষে ঢের ভালো ফল পাবি
বাবার সংসারে।'
তাহলে বলো, তোমাকে নিয়ে কীভাবে কবিতা লিখি!
তোমার সব অভিমান উবে যাবে তো, এ লেখাটি পড়ে?

নিজের সাথে বাজি ধরে লেখাটির ইতি টানছি।
এ লেখাটি তুমি অনেক অনেক বার পড়বে। কিন্তু ভাব দেখাবে
এটি তুমি চোখেই দেখো নি।

আমি বাজিতে হারতে চাই। বিনিময়-মূল্য তোমার ভালোবাসা।
বরাবরের মতোই হাসতে হাসতে পিঠের উপর হাত বুলিয়ে বলবে-
'একদম আমার বাবার মতো। মুখে তোমার কিছুই আটকায় না।
এজন্যই তুমি আমার এত প্রিয়'।

৮ ফেব্রুয়ারি ২০১৭

বুবুর কথা, মায়ের কথা

১
তুই চাইলেই আমি ভালো থাকি।
তুই চাইলেই আকাশে রাখি হাত।
তুই চাইলেই সমুদ্রে মেঘ জমে।
তুই চাইলেই আমি পাই মনোরম একটি রাত।

তুই চাইলেই আমি তোর সন্তান হয়ে যাই
তোর কোলের ওমে বুবু ও মায়ের স্পর্শ পাই

২
আমার বুবু কোথায় থাকিস?
ক'দিন আমার খবর রাখিস?

তুই যে বুবু কোথায় থাকিস
কেউ জানে না
তোর মমতার কী রং, বুবু
কেউ দেখে না

আমার বুবু কেমন বুবু
কেউ জানে না
সে যে আমার বুবুর বুবু
কে মানে না?

৩

বুবু, আমি ভালো আছি
যতটুকু না থাকলে নয়
কেউ যদি না ভালোই থাকে
‘ভালো আছি’ হয় অভিনয়।

তুইও বুবু খুব ভালো থাক
সব জড়তা চুলোয় যাক
আজকে যেমন ঋদ্ধ সজীব
১০০ বছর পরেও এমন
তোকে যেন দেখে বলি
‘বুবুরে, তুই আছিস কেমন?’

আমার বুবু কেমন বুবু
আমিই জানি
তুই যে বুবু, বুবুর বুবু
সত্যি মানি

বুবু, কেন লুকিয়ে আছিস মিছেমিছি?
দিস নি, তবু দূরে থেকেই
আমিই তোর কোল ছুঁয়েছি।

গভীর রাতে কান্না পেলে উচ্চরবে কাঁদিস
সঙ্গোপনে বাবুর কথা একটুখানি ভাবিস।

৪

তুমিই ছিলে বুবুর বুবু
মায়ের চেয়েও মা
আমার কাছে সত্যি ছিল
তোমার অবস্থিতি
অসম্পর্কের দায় থাকে না
সাক্ষী তুমি নিজে
তুমিই শেষে মুছে দিলে
সব সুখকর স্মৃতি।

আমার বুবু আমারই মা
জানি না সে কোথায় থাকে
শুধু শুনি ঘুমের ভেতর
নাম ধরে কে নিত্য ডাকে
ঘুম ভাঙিলে তাকিয়ে দেখি
একা ছিলাম, একাই আছি
শূন্য ঘরে বাতাস কাঁদে
'বুবু-বুবু' আমি কাঁদি।

কে বুবু আর কে জননী
তোমরা ক'জন কেউ কি জানো?
তোমরা আমরা বড্ড আপন
এটাই কঠিন সত্যি মানো।

১৫ ফেব্রুয়ারি ২০১৭

সান্ত্বনা

রাস্তায় দেখলেই ‘কবি’ বলে ডাকতাম
খুব ভালো কবিতা লিখতেন আসলেই
সেই তিনি লজ্জায় ঢাকতেন মুখ তাঁর
কোনোদিন লেখা তাঁর হয় নিকো ছাপা কোনো কাগজেই

অথচ কী উদ্যম, রাতদিন লিখে যান
কোনো একদিন যদি লেখা তাঁর ছাপা হয়!
বহুবার ভেবেছেন কবিতার খামটিরে
সম্পাদকের কাছে নিজেই দেবেন নাকি পৌঁছে!

এই করে, ঐ করে দিন তাঁর চলে যায়
বিরাট টেবিলখানি ভরে ওঠে কবিতার খাতাতে
রানুছবি, মোহলাল, ফ্রান্সিস, শাজাহান
ওরা আজ বড়ো কবি, ওদের কবিতা ওঠে শুক্রের পাতাতে

অথচ ওদের তিনি প্রতিরোজ আড্ডায়
শেখান কবিতা আর গল্পের কৌশল
অবশেষে ভুলে যান সমুদয় আফসোস
নিজের না হলো, তাতে ক্ষতি কী?
হয়েছে তো শিস্যরাই সফল!

৩ মার্চ ২০১৭

তিলাবুবুর কথা

একদিন পেছন থেকে হঠাৎ দু'হাতে আমার চোখ বন্ধ করে কে যেন বলে উঠলো, 'বল তো, কে আমি?' আমি তার চোখ ছাড়িয়ে উলটো ঘুরতেই একফালি হাসি উড়িয়ে সে বললো, 'আমি তোর তিলাবুবু, আমাকে চিনলি না, বাবুসোনা? এই দেখ, আমার ডান অধরে এই যে একটা কালো তিল, এজন্য আমার নাম তিলাবুবু।' বুবুর ডান অধরের তিল তাকে করেছে তিলোত্তমা। বুবু যখন হাসলো, আমি তার হাসির বিভায় মিশে গেলাম। তিলাবুবু এরপর বলতে থাকলো, 'আমি তোর পাশের গাঁয়ে থাকি; আড়িয়াল বিলের উত্তর পাড়ে আমার ঘর আর বর।'

কখনো কখনো কেন যে এত বেশি ভালো লাগে জানি না। মন খুব হালকা থাকে আর শুধু ভালো লাগে, শুধু ভালো লাগে, আর ভালো লাগে শুধু। এমন ভালোলাগা-সময়ে কাউকে ভাবতেও অনেক অনেক অনেক বেশি ভালো লাগে। যেমন ধরো, আজ সকাল থেকেই তিলাবুবুর কথা উথলে উঠছে মনের ভেতর। বুবুর কথা ভাবছি আর সুনিবিড় সুখে আমার বুক ভেসে যাচ্ছে; অতলান্ত আনন্দে আমার হৃদয় দুলছে নৃত্যচ্ছন্দে।

আমার তিলাবুবু, কেমন আছে, কোথায় আছে অনেকদিন সে খবর জানা নেই। আমার জানা নেই, আমার তিলাবুবু কোন ভুবনে কোন দেশে বসত গড়েছে শেষে।

আমার তিলাবুবু আমার সহোদরা নয়, কিন্তু সে আমাকে এর চেয়েও অধিক ভালোবাসে; আমিও তার বাৎসল্যের গভীরে ডুবে গিয়ে পৃথিবীকে ভালোবাসতে শিখেছি। তিলাবুবু আমাকে শিখিয়েছে ভালোবাসতে হবে মানুষকে, যতখানি ভালোবাসা ভেতরে আছে তার সবটুকু বিলিয়ে দিতে হবে মানুষকে।

তিলাবুবুকে নিয়ে একদিন আড়িয়াল বিলে শাপলা কুড়োতে গেলাম। ছোট্ট একটা কোষানাও ঢেউয়ে ঢেউয়ে দুলছিল, বুবুর হাসি ফুটন্ত শাপলার ধবধবে শাদা পাঁপড়ির সাথে মিশে অপূর্ব ধবল বর্ণ হয়ে যাচ্ছিল।
'পানিতে নাববি না?'
'না। অথৈ নদীতে আমার ভয় হয়।'
'ছিঃ! বড্ড ভিতু রে তুই।' বলেই সে নাও দুলিয়ে পানিতে ঝাঁপ দিল। কৃষ্ণস্বচ্ছ পানিতে সাঁতার কেটে বহুদূর চলে গেলো বুবু। একটা বালুহাঁস কিংবা রাজহাঁসের মতো বুবু ভেসে বেড়াতে লাগলো। আমি নাও বেয়ে তার পেছনে। কয়েকটা ডাহুক আর পানকৌড়ি পানিতে ভাসছিল। একটা দীর্ঘ ডুব দিয়ে অনেকদূর চলে গিয়ে

ডাহুকের পা ছুঁতে চেয়েছিল সে। কিন্তু ডাহুকেরা তার আগেই উড়াল দিয়ে বুবুকে পেছনে ফেলে চলে গেলো দূরের কোথাও। এরপর ডুব দিয়ে শাপলার গোড়া খুঁড়ে তুলে আনলো অনেকগুলো শালুক।

সেদিন বাড়ি ফিরতে সন্ধ্যা হয়ে গেল। সন্ধ্যার আঁধারে হেঁটে হেঁটে তিলাবুবু চলে গেলে আমি বহুক্ষণ তার চলে যাওয়া পথের অন্ধকারে তাকিয়ে থেকে অপেক্ষায় ছিলাম, হয়ত, হয়ত-বা তিলাবুবু দৌড়ে ছুটে এসে বলবে, 'তুইও আয়। একা পথে আমি ভয় পাই।'

তিলাবুবু শেষবার চলে যাবার আগে নিয়ম করে কিছুদিন পর পর হঠাৎ সামনে দাঁড়াতো আর তার স্বভাবসুলভ হাসি ছড়িয়ে বলতো, 'কেমন আছিস লক্ষ্মীমণি? আমাকে ভুলে যাস নি তো?' আমি তিলাবুবুকে খুব ভালোবাসি তার সুমধুর, নির্মল হাসির জন্য। আমি তার হাসির ভেতরে ঢুকে যাই, আর উড়ে বেড়াই ভুবনছাওয়া অন্তরীক্ষে। তিলাবুবু শেষবার যখন চলে গেলো, সারাপথ জুড়ে বাতাস ঘূর্ণি খেয়ে আছড়ে পড়ছিল রোদের গায়ে। মোহনীয় কেশগন্ধ ছড়িয়ে পড়ছিল পথের প্রতিটি বাঁকে। যেতে যেতে একবার পেছন ফিরে মৃদু হেসেছিল বুবু। আমি দৌড়ে ছুটে গিয়েছিলাম হাসির গন্ধটাকে জড়িয়ে বুকে নিতে। আমার নিশ্বাস ভরে সেই গন্ধটা তোলপাড় করার পর আমি বলতে চেয়েছিলাম, 'যাস নে বুবু, তোর বুকের ভেতরে আমাকে গলে যেতে দে, বুবু। তোর বুকের গহনে ঘুমিয়ে থেকে জীবনের শেষ শ্বাসটুকু নিতে চাই বুবু।'
বুবু আরেকবার পেছন ফিরে তাকালো না।

খুব নিষ্ঠুর হয়ে গেছে আমার তিলাবুবু। শেষবার চলে যাবার পর এমনকি স্বপ্নেও আর কোনোদিন আমাকে সে দেখা দেয় নি। বুবুর কথা মনে হলেই আমার চোখ ফেটে কান্না আসে। গোধূলির নিভৃত আলোয় আমার অশ্রুর ফোঁটারা করুণ পক্ষী হয়ে হাওয়ায় হাওয়ায় মিশে যেতে থাকে।

১৭ মার্চ ২০১৭

জীবনের ঋণ

এ জীবন এক নৌকাভ্রমণ
কখনো-বা ভাটি, কখনো উজান।
নিজের বৈঠা টানবে নিজেই
মাথায় রোদ বা বৃষ্টি তুফান।

জীবন হয়ত দেবে না কিছুই
তুমিই দেবে এ জীবনের দাম।
একদা তোমার জীবন ফুরোলে
কালের পাখায় মুছে যাবে নাম।

এ জীবন এক হীরার খনি
সবাই কি তার সন্ধান পায়?
তোমরা জ্বেলেছ আঁধারে মশাল -
জীবনের ধ্যানে নব অভিপ্রায়।

তোমাদের দায়ে লাল নীল পালে
নদীর জোয়ারে নৌকা ভাসাই।
তোমরা আমার প্রাণের নিধি
আর তো আমার সঞ্চয় নাই।

ক্লান্ত শরীরে একটু ঘুমোবো
কাল খুব ভোরে উঠবো জেগে।
তোমরা রয়েছ শত ক্রোশ দূরে
অথচ পাশেই, আমি নেব ভেবে।

বন্ধু তোমরা পৃথিবীর সেরা
আমার হৃদয়ে রবে চিরদিন
ঘুম ভেঙে যদি আর না জাগি
ভুলে যেয়ো এই জীবনের ঋণ।

১৭ মে ২০১৭

স্রষ্টা সমীপেষু

আমায় তো তুমি সবই দিলে প্রভূ
ক্ষুধার অন্ন, কীর্তির যশ,
অন্তর জুড়ে সাহসও দিলে-
মিথ্যার সাথে না হয় আপস।

ফুলে ফলে তুমি দিয়েছ যে ভরে
আমার বাগান, সংসারখানি,
বন্ধু-স্বজনে-শুভাকাঙ্ক্ষীতে
ধুয়েমুছে সাফ জীবনের গ্লানি।

তোমার সকাশে হাত তুলে প্রভু
আমি কোনোদিনই হই নি বিফল,
আমার কোথাও শূন্য রাখো নি
বিপুল বিভব, পাহাড় অটল।

তুমি যে আমায় এতকিছু দিলে
এবার তোমার দরোজা খোলো,
যারা এ জীবনে কিছুই পেলো না
তাদের একটু টানিয়া তোলো।

কেউবা অবোধ, কেউবা চতুর
কেউ হাত তোলে, কেউ তা জানে না
কেউবা তোমায় দিনরাত খোঁজে
কেউবা অহমে তোমায় মানে না

অবোধ-চতুর হোক না যাহাই
তুমি তো জানোই নির্বোধ ওরা
'ক্ষমা' তুমি খুব ভালোবাসো প্রভু,
নিজ গুণে তুমি করে দাও ক্ষমা।

যারা কেড়ে খায় অন্যের সুখ
পুড়ে করে ছাই অন্যের ঘর
তাদের হৃদয় মানবীয় করো,
নিঃস্বার্থ ও কল্যাণকর।

নিজে না খেয়েও পরের কারণে
অকাতরে যারা করে গেল দান
নিজের বেদনা বুকে চেপে রেখে
পরের জন্যে সঁপে দিল প্রাণ

এত অতৃপ্তি, তবুও যাদের
মুখে ফোটে হাসি, নেই হাহাকার
তোমার খুশিতে যারা সুখ খুঁজে
সারাটা জীবন করে দিল পার

মানব-দরদী এই মানুষেরা
আমার আপন বন্ধু-স্বজন
তোমার অমোঘ ভাণ্ডার হতে
তাদের এবার পাঠাও রতন

তুমি যদি চাও, আমার বরাতে
বিত্ত-বিভব ফিরিয়ে নাও
তবু তুমি প্রভু বঞ্চিত-মুখে
একটু মধুর হাসি ফোটাও।

তোমার সমীপে করজোড়ে বলি,
আমায় তো সবই দিয়েছ বিধাতা
তাদের মুখে কি হাসি ফোটাবে না
জীবনে কিছুই পেলো না যাহারা?

৩ জুলাই ২০১৭

সবার জন্য ভালোবাসা। সবার জন্য শুভ কামনা

সবার জন্য ভালোবাসা। সবার জন্য শুভকামনা- একদিন সকালে ঘুম থেকে জেগে দেখবেন, আলোর হাসিতে ঝলমল করছে বাতাসের কণা, গাছের পাতারা আনন্দে দুলছে রোদের আড়ালে, চারিদিকে তাকিয়ে দু'চোখ উজাড় হয়ে যাচ্ছে আপনার! আহা, এত আনন্দ! এত আনন্দ কোথায় ছিল এতকাল!

পত্রিকার পাতায়, টেলিভিশনের পর্দায়, সোশ্যাল মিডিয়ায় সুখ আর সমৃদ্ধির খবরে আপনার হৃদয় উদ্বেলিত হয়; এক অসাধারণ অনুভূতি আপনার সর্বাঙ্গে বাঙ্ময় হয়ে ওঠে।

আজ কোথাও আত্মঘাতী জঙলিদের হামলার সংবাদ নেই। সড়ক দুর্ঘটনায় অগুনতি মানুষের মৃত্যু হয় নি আজ। স্ত্রী ও শাশুড়ির যোগসাজসে ছাত্রী বালিকাকে দফায় দফায় তুফানীয় গণধর্ষণ, অতঃপর মা-সহ মুণ্ডুমুণ্ডন, কিংবা ৩ বছরের শিশুকন্যাকে ধর্ষণ শেষে গলা টিপে হত্যা ও ল্যাট্রিনে লাশ গুম- এসব নৃশংসতা আর বর্বর নৈরাজ্যের কোথাও কোনো পোর্টাল নেই।

আপনি অবাক! এ কোন অবাক বিশ্বের অবাক ভূ-ভাগে আপনি! স্বপ্নও এতটা হয় নি কখনো, অথবা কল্পনা। আপনার হৃদয় উদ্বেলিত; আপনার সর্বাঙ্গে অনুভূতিরা বাঙ্ময়।

সবার জন্য ভালোবাসা। সবার জন্য শুভকামনা- অন্তত একদিন এ সোনার বাংলায় এমন স্বপ্নের এমন একটা দিন আপনার আমার আমাদের সবার হয়ে উঠুক।

৩১ জুলাই ২০১৭

মগজ-কামড়ানো শব্দেরা যখন কবিতার ভেতর

কখনো কখনো কিছু কিছু শব্দ মগজ কামড়ায়
বাঁশপাতার মতো ঘূর্ণি খেতে খেতে নেমে এসে
পঙ্‌ক্তিতে বসে পড়ে যে-যার মতো। নিমেষে গড়ে ওঠে কবিতা, অথবা
কবিতার মতো একটা কলেবর
পড়তে দারুণ লাগে, অথচ এর কোনো অর্থ হয় না
অর্থহীনতার ভেতর তখন অর্থ খুঁড়তে থাকি
কখনো কিছুটা মেলে, কখনো অর্থহীনতাই প্রোজ্জ্বল হয়ে ফুটে ওঠে

এসব গোলমেলে শব্দেরা বড্ড যন্ত্রণা করে
গলার ভেতর লটকে থাকে হিংস্র কাঁটার মতো
ফেলতে পারি না, গিলতে পারি না, বড্ড যন্ত্রণা করে

এভাবে কিছু কিছু কবিতা জন্ম থেকেই অর্থহীনতায়
ভরপুর থাকে। সুরম্য সরণিতে এগুলো অপাঙ্‌ক্তেয়, অথচ নিয়ত
কুরে কুরে খায় হৃৎপিণ্ড

আসমান থেকে নেমে আসা সব কবিতার অর্থ হয়ত
থাকবে না। মাঝে মাঝে অর্থহীনতাও কবিতার এক অনন্য মাধুর্য
হয়ে উঠবে, হয়ত-বা। তাই সব কবিতার অর্থ খুঁজতে যেয়ো না

কিছু কিছু কবিতার অর্থ
দুর্বোধ্য প্রেমিকার মতো দুর্জ্ঞেয় থেকে যাক
কিছু কিছু কবিতা
অভেদ্য দুর্গের মতো অগম্য থেকে যাক
কিছু কিছু অর্থ অনুক্তই থেকে যাক

সব কবিতা যেমন কবিতা হয় না, তেমনি সব কবিতার অর্থ হয় না
অর্থহীন হয়েও যে-কবিতাটি কবিতা হয়ে উঠলো
প্রকৃত কবিতা সেটিই

২৪ আগস্ট ২০১৭

যারা মানুষ নয়, এবং অমানুষ যারা

বর্মি না ওরা, নয় আরাকানি
এমনকি ওরা মানুষও না
ওরা রোহিঙ্গা, সু চি কহে, ওরা
করে ইসলামি জঙ্গিপনা

ওরা বাঙালি সন্ত্রাসী, ওরা
জ্বালিয়ে দিচ্ছে দেশটাকে
সু চি কহে, মারো, গুলি করে মারো
পাখির মতো ঝাঁকে ঝাঁকে

নাফের পানিতে মড়ার কবর
আবালবৃদ্ধ নারী শিশুর
বুদ্ধের বাণী কহে না কথা
মূক হয়ে থাকে বাণী যীশুর

অপাপ শিশুর কী দোষ ছিল
মুসলিম সে! মানুষ নয়?
সু চি, দেখ তোর পায়ের তলায়
মানবতা আজ লুণ্ঠিত হয়

শান্তির মেয়ে নোবেলে শান্তি
দেশের শান্তি আরো বেশি চাই
রোহিঙ্গা নিধনে অধিক পুণ্য
এতেই পরম বুদ্ধকে পাই

বুদ্ধের বাণী কচলায় মুখে
বন্দুক হাতে ব্রাশ ফায়ার
রক্তের বানে ভাসে রোহিঙ্গা
ভাসে অং সু'র মায়ানমার।

ওরা মুসলিম, ওরা জঙ্গি
বলে আমাদের সোনার ছেলেরা
স্বধর্মে দেখে না ভালো কোনো কিছু
অন্য ধর্ম মহান ও সেরা

মুখে নিয়ে যত গালভরা বুলি
আমাদের অমানুষগুলো
ভিন ধর্মের পূজা করে আর
ইসলামে ছোঁড়ে ছাই-ধুলো

ভিন ধর্মে তারা মানবতা দেখে
স্বধর্মে দেখে বর্বরতা
অমানুষগুলো জানলো না, এই
ইসলামই মহামানবতা

অমানুষগুলো চিল্লায় শুধু
মুখে 'মানবতা'র ফেনা তুলে
নাফ নদে গেল 'মানবতা' ভেসে
দেখেছে কি তারা চোখ খুলে?

বিশ্ববিবেক ঘুমিয়ে পড়েছে
শান্তিতে রেখে অং সু'কে
আরাকানে পোড়ে রোহিঙ্গারা
মানবতা মরে ধুঁকে ধুঁকে

২৯ আগস্ট ২০১৭

রোহিঙ্গা

(গান)

কে বলে ওরা রোহিঙ্গা
কে বলে ওরা হিন্দু বৌদ্ধ মুসলমান
বলো, ওরা রোহিঙ্গা নয়, মানুষ ওরা
ওদেরও আছে পৃথিবীতে বাঁচার অধিকার

ঝাঁকে ঝাঁকে দেখো মরছে রোহিঙ্গারা
ঘর আছে, তবু আজ ওরা ঘরছাড়া
নাফের পানিতে ভাসছে শিশুর লাশ
রাখাইন রাজ্যে কারা করে উল্লাস
ওরা কারা ওরা কারা ওরা কারা
মানুষ হয়েও করে মানুষের খুন পান
কে বলে ওরা রোহিঙ্গা
কে বলে ওরা হিন্দু বৌদ্ধ মুসলমান
বলো, ওরা রোহিঙ্গা নয়, মানুষ ওরা
ওরা এই পৃথিবীর সন্তান

রাখাইনের মাটি রক্তে লাল ভূলুণ্ঠিত মানবতা
পৃথিবীর মানুষ জেগে ওঠো রুখতে এ হিংস্রতা
বলো, ওরা রোহিঙ্গা নয়
বলো, ওরা নয় হিন্দু বৌদ্ধ মুসলমান
বলো, মানুষ ওরা, ওরাও মানুষ
ওরা এই পৃথিবীর সন্তান

১৫ সেপ্টেম্বর ২০১৭

দিশেহারা মেঘ

(গান)

এই দিশেহারা মেঘ কোথায় চলেছে
জানে না সে জানে না
আকাশের গায়ে রঙধনু এঁকে
হারায় সে ঠিকানা
আকাশের গায়ে আবীর ছড়িয়ে
হারায় সে ঠিকানা

না না না না
হা হা হো হো হো হো

ওই
ঝাঁকে ঝাঁকে দেখো বলাকা মেয়েরা
দিগন্তে করে খেলা
বাতাসে বাতাসে গুন গুন সুরে
কত কথা হয় বলা
আমার উঠোনে সুরভি ছড়ালো
সাঁঝের হাসনাহেনা

এই
মেঘ বলাকার ইচ্ছেরা আজ
ছুঁয়ে দিল অনুরাগে
জানি না আমার কী হলো আজ
কেন এত ভালো লাগে
আমার এ মন কোথা পেলো আজ
মেঘ বলাকার পাখা

আকাশের গায়ে আবীর ছড়িয়ে
হারায় সে ঠিকানা

১৭ সেপ্টেম্বর ২০১৭

একজন অসূয়াবতী,
অহংকারই ছিল যার সম্পদ অথবা সৌন্দর্য

চুলের ঘ্রাণের সাথে চারদিকে অহংকার ছড়িয়ে
যে-মেয়েটি চলে গিয়েছিল আমাকে পেছনে ফেলে
পাহাড়ভর্তি কবিতার ফুল ফুটিয়েছিলাম যার নামে
যার নামে উদাসী দুপুরে একলা ঘুঘুর কান্না থামিয়ে
তাকে গান শিখিয়েছিলাম, সে আর একদিনও
পুরোনো পথে চরণ রাখে নি

মেয়েরা এমনি অহংকারী হয়। কে তাকে ভালোবাসলো
ভালোবেসে নিজেকে করে ফেললো খুন- এসবে কিচ্ছু
যায় বা আসে না তাদের। প্রেমিকের চোখ শুকিয়ে
মরুভূমি; দেহের প্রতিটি ভাঁজে দুরারোগ্য প্রেম
খাবলে খুবলে খায় ঘুণের মতো; দুর্মর আকাঙ্ক্ষারা
কুরে কুরে সর্বস্ব করে ছাই; হায়, অসূয়াময়ীর উৎচোখ
ঠিকরে বেরিয়ে পড়ে লেলিহান হিংস্রতা, পদতলে পিষ্ট
হতে থাকে উপহৃত পুষ্পকবিতা, মৃত্যুগামী অনুৎকর্ষ প্রেম
অথবা পুণ্যপ্রার্থী পাপ।

আমাকে উত্তরের শ্যেনপাখি তার চোখের আগুন নিভিয়ে
বলেছিল, মেয়েটির চোখেও একদিন আগুন নিভে যাবে,
সেদিন সে ফিরবে প্রেমের অন্বেষায়, কোনো এক সন্ধ্যার
বাতাসে আঁচল উড়িয়ে, পাথরবিছানো পুরোনো পথের
পাড় ধরে; হাসনাহেনার গন্ধে সেদিন বিভোর অন্ধকার

যে আর একদিনও পুরোনো পথে ফিরে আসে নি, সেই
মেয়েটিকেই আমি ভালোবেসেছিলাম; মেয়েটির চোখে
এখনো আগুন জ্বলে, আমি জানি; আর আমার চোখে
আজও জ্বলে অনির্বাণ প্রেম, শুধু সেই অসূয়াবতীর জন্য,
অহংকারই ছিল যার সম্পদ, অথবা সৌন্দর্য।

২১ সেপ্টেম্বর ২০১৭

মৃত্যু, এক অলঙ্ঘ্য অভিযাত্রা

প্রতিটা মৃত্যু আমাদের চোখ আর্দ্র করে
হৃৎপিণ্ড ফালি ফালি করে
হোক সে আপন অথবা পর, প্রতিটা মৃত্যুসংবাদ
আমাদের বুকের ভেতর ছুরির ফলার মতো গেঁথে যায়।
মৃতব্যক্তি জানিয়ে যান- আমিও
তোমাদের রক্তের অংশ ছিলাম।

আমি অনেক ভেবেছি, হয়ত আপনিও ভেবে ভেবে
কোনো কূলকিনারা পান নি- মৃত্যু এত বেদনাময় কেন!
অর্থাৎ, কারো মৃত্যুতে আমরা কীজন্য কাঁদি!
ব্যাপারটা হয়ত-বা এরকম-
যিনি চলে যান, যিনি চলে গেলেন, পৃথিবীতে আর
কোনোদিন তাঁর মুখ দেখা হবে না,
তাঁর হাসি আর ভাসবে না সকালের রোদে,
চাঁদের জোসনায়; তাঁর সুমিষ্ট ভাষ্যে কারো
হৃদয় বিগলিত হবে না।

যখন এরোপ্লেন বা টেলিফোন ছিল না,
হয়ত যুগ যুগ ধরে পৃথিবীর অন্য প্রান্তে প্রবাসী ছিল
মায়ের কোলছেঁড়া সন্তান, সর্ববিষণ্ণা জননী
সন্তানবিহনে সতত চোখ ক্ষয় করেন,
তবু তাঁর সান্ত্বনা - সর্বাঙ্গ আনন্দে
ঝলসে দিয়ে কোনো একদিন আদরের সন্তানেরা
খলবল করে নেচে উঠবে।
- মা একদা চিঠি পান, মাসাধিককাল আগেই
বুকের ধন স্রষ্টার সমীপে সমর্পিত হয়েছে।
তাঁর আহাজারিতে পৃথিবীর বুক আকুল হয়, হায়,
আত্মার অংশেরা আর কোনোদিন
আত্মার স্পর্শে ফিরবে না।

আমরা হাসি। আড়ালে দুঃখ কাঁদে।
অন্তরের খবর কতটুকু জানি?

আমরা হাসতে হাসতে ছুটে চলি
পরম গন্তব্যের দিকে- সে খবর রাখি না।

প্রতিটা মৃত্যু আমাদের জানিয়ে দেয় চিরায়ত
অমোঘ সত্য- জন্মের মতোই এ এক
অলঙ্ঘ্য নিয়তি- প্রতিটা বস্তু, জড় বা জীবন্ত প্রাণী,
সৃষ্টির পর হতেই প্রতিনিয়ত ধাবিত হতে থাকে অনিবার্য
বিনাশের দিকে। মৃত্যুহীন বা অবিনশ্বর কিছুই
সৃষ্টি করেন নি তিনি।

সারা বিশ্ব জয় করে মহামতি আলেকজান্ডার
শূন্যহাত দেখিয়ে মাটির গর্ভে নিমজ্জিত হলেন।
শীর্ষ ঐশ্বর্যশালী স্টিফ জবসও পাহাড়প্রমাণ সম্পদের চূড়া হতে
গড়িয়ে গড়িয়ে ভূপাতিত হলেন; তাঁর স্থাবর-অস্থাবর
সমুদয় বৈভব ভেসে যাচ্ছে সাগরের স্রোতে।

মৃত্যুর জন্য আমাদের প্রস্তুতির প্রয়োজন। পার্থিব সঞ্চয়
সঙ্গে যাবে না। এগুলো অপরে খাবে।
ইঁদুরে কাটবে। আগুনে পুড়বে।
কিছু কিছু সম্পদ হয়ত অভিশাপ দেবে।

বয়োক্লিষ্ট সোনাভান আলয় অভিমুখে অস্থির হাঁটছেন,
কুঞ্চিত চোখে পড়ন্ত সূর্যের দিকে তাকান। অল্প কিছু আলোর
পরই ছায়াহীন সন্ধ্যা, তারপর নিকষ রাত্রি। দীপহীন
ঘোর অন্ধকারে কে তাঁকে দেখাবে পথ!

চিন্তাগ্রস্ত সোনাভান অস্থির। অস্থির পায়ে আলয় অভিমুখে
ছুটছেন। তাঁর অন্তর জুড়ে বিগত দিনের শোচনা।
তাঁর কোনো সঞ্চয় নেই।

২৪ নভেম্বর ২০১৭

কবিতাঘর

কবিতার জন্য দীর্ঘ শীতঘুম চাই বিশ্রামের।
উলের বুনন, আঙুলের ঠুকোঠুকি, জেগে উঠে ফের।
পামট্রি'র বাবুইবাসা
নিখুঁত কবিতাঘরের মতো খাসা।
প্রেমাহত নরনারী,
জেনে রাখো, কবিতার বিদগ্ধ ঘরবাড়ি।

সব শুনে তোমার মুখে ফোটে কথা :
নাহ্, এত কি তরলপ্রদ, আয়েশি যজ্ঞ তা!
কবি এক শ্রমসার শব্দপুরুষ,
রুক্ষ নিদাঘে ঘামঝর কর্ষণ;
আজীবন দেখি তার ঘুমছেঁড়া প্রত্যূষ।

আলোকবর্ষের ওপারে কবিতাঘর।
তুমি বললে, নাহ্, জানালার পাশে!
নাহ্, আরো কাছে, বুকের ভেতর!

১৬ অক্টোবর ২০০৮

পাঠকের প্রতি

সহৃদয় পাঠক, আপনি যদি এই ই-বইয়ের কোনো একটি লেখাও পড়ে থাকেন, আপনার প্রতি কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ। না পড়ে থাকলেও কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ থাকলো এজন্য যে, বইটির প্রতি সামান্য আগ্রহের কারণেই আপনি এটি ডাউনলোড করেছেন। আপনার কোনো প্রতিক্রিয়া থাকালে নীচের মেইলে জানালে খুশি হবোঃ

farihanmahmud@gmail.com

Facebook: Khalil Mahmud

https://www.facebook.com/sonabeej

https://www.facebook.com/farihanmahmud

Somewhereinblog: সোনাবীজ; অথবা ধুলোবালিছাই

http://www.somewhereinblog.net/blog/farihanmahmud

http://www.somewhereinblog.net/blog/khalilmahmud_1968